Vol. 2 | No. 2 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার

Volume	2
Issue	2
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	December 16, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i2.1
Pages	1-50
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ ৹ দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত, ১৩৬৫

Check for updates

বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার

মুহম্মদ আবদুল হাই

[এক]

স্বরধ্বনি

ধ্বনির সব চেয়ে বড়ো এবং প্রয়োজনীয় ভাগ হচ্ছে **স্বর** এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালাতে যে ভাবে স্বর এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো পৃথক ক'রে সাজানো হয়, কথা বলার সময়ে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সে রকম চক্ষুগ্রাহ্য রূপ পাওয়া যায় না কিংবা একটানা কথা বলার সময় কোন মানুষই পৃথক পৃথক ভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে না। যেমন ভাষা সৃষ্টি হয় আগে,

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি

পরে লেখা হয় সে ভাষার ব্যাকরণ তেমনি প্রত্যেক ভাষার ধ্বনিগুলো সৃষ্টি হবার পরেই ধ্বনি বৈজ্ঞানিকেরা স্বর ও ব্যঞ্জন কিংবা ঘোষ অঘোষ, স্বল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ ইত্যাদি নানা নামে ধ্বনি বিশ্লেষণ করেন। এদিক থেকে বিচার করলে **স্বর** ও ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ ভাষা ও ধ্বনি-তাত্ত্বিকদের কাছে দুরূহতম হয়ে ওঠে। আমেরিকার ধ্বনিবৈজ্ঞানিক Kenneth L. Pike বলেন, "No other phonetic dichotomy entails so many difficulties as Consonant Vowel division; articulatory and acoustic criteria are there so thoroughly entwined with contextual and strictural function and problems of segmentation that only rigid descriptive order will separate them." Phonetics : P. 78, (Ann Arbor, 1943).

প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা শ্রুতি বা acoustic দিক এবং একটা উৎপাদন বা articulatory দিক আছে। বক্তা এবং শ্রোতা না হ'লে যেমন ভাষা হয় না, ধ্বনি উৎপাদনের বেলায়ও তেমনি বক্তা তার নিজের বাকযন্ত্রগুলোর সাহায্যে ধ্বনি উৎপাদন করে এবং এ ধ্বনিগুলো তার শ্রোতার এবং তার নিজের কানে গিয়ে আঘাত করে। এ কথা মনে রেখে বিশেষ করে উৎপাদনের (physiological) দিক থেকে ইংরেজ ধ্বনিবৈজ্ঞানিক Daniel Jones এ ভাবে স্বরধ্বনির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন :— "A Vowel (in normal speech) is defined as a voiced sound, in forming which the air issues in a continuous stream through the pharynx and mouth, there being no obstruction and no narrowing such as would cause audible friction." An Outline of English Phonetics, P 23 (Heffer, 1950). এর সহজ অর্থ হচ্ছে : স্বাভাবিক কথা বার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোন জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত না হ'য়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে ঘোষবৎ যে ধ্বনি উদ্গত হয় তা-ই স্বরধ্বনি। কথাবার্তা স্বাভাবিক না হয়ে যদি অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে হয় তা হলে স্বরধ্বনি অঘোষও হ'তে পারে। whisper বা ফিস্ ফিসে কথাবার্তায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ অঘোষ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণ কালে স্বরযন্ত্রের (larynx) অন্তর্নিহিত স্বরতন্ত্রী (vocal cords) তে স্বাভাবিকভাবে কাঁপন লাগে। ফলে স্বরধ্বনিগুলো স্বাভাবিকভাবে ঘোষ বা নিনাদিত হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কানে কানে তথা ফিস্‌ফিসে কথাবার্তায় স্বরতন্ত্রীর অন্তবর্তীপথ (glottis) উন্মুক্ত থাকার জন্যে কিংবা তেমন পাশাপাশি সন্নিহিত না থাকার জন্যে তাদের ভেতর দিয়ে বাতাস নির্গমনকালে তারা একে অন্যের ওপরে নিপতিত হয় না দেখেই প্রকম্পিত হয় না। এ হেন অস্বাভাবিক অবস্থায় উত্থিত স্বরধ্বনিগুলো অঘোষ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

স্বরধ্বনি

ফিস্‌ফিসে স্বরধ্বনি whispered vowel

কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্তায় যে সব ধ্বনি ওপরের এ তালিকায় পড়ে না তার সবগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি। কোন স্বরধ্বনির এ প্রদত্ত সংজ্ঞা ধ্বনি উৎপাদনের দিক থেকে নিতান্তই স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয়, শ্রুতির দিক থেকেও এ বিশ্লেষণের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাক্‌যন্ত্রে নিপিষ্ট এবং বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলেই ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা অনেক বেশী।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে কথা বলার সময় মানুষ যে সব ধ্বনি করে সে গুলোকে এভাবে বাছাই করলে তার কতকগুলো স্বরধ্বনি এবং কতকগুলো ব্যঞ্জনধ্বনিতে স্থূলভাবে ভাগ হয়ে যাবে। স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এবং তাদের পৃথক নামকরণের জন্য আবার স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেকটি ধ্বনিই প্রত্যেকটি ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। কি ক'রে প্রত্যেকটি ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে তা অবহিত হ'তে পারলেই সূক্ষ্মভাবে কোন্ ধ্বনি কোন্ পর্যায়ে পড়বে তা আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ এবং বিচারের মাপকাঠি তিনটি যথা (১) স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তা খুঁজে বের করা, (২) জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তার পরিমাণ অর্থাৎ তা কতটুকু উঁচু হয়, তা জানা এবং (৩) স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থা কেমন থাকে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

স্বরধ্বনি বিচারের এই তিনটি প্রক্রিয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে কোন ভাষার স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে হয় জিহ্বার সামনের ভাগ কিংবা পেছনের ভাগ যথাক্রমে তালুর সামনের কিংবা পেছনের দিকে উঁচু করতে হয়। এবং যে কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে অবস্থাবিশেষে ঠোঁট দুটি হয় নিষ্ক্রিয় থাকে না হয় গোলাকার হয়, না হয় প্রসৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ই' এবং 'এ' স্বরধ্বনির কথা ধরা যাক্। 'ই' এবং 'এ'র তফাৎ আমরা কানে শুনি। জিভের সামনের ভাগকে যে পরিমাণ উঁচু করলে আমরা 'ই' স্বরধ্বনি পাই তা থেকে জিভের অবস্থান সামান্য নীচু করলেই 'এ' পাই। উচ্চারণ পদ্ধতির দিক থেকে এ দুই স্বরধ্বনির মধ্যে তফাৎ এতই কম যে জিভের সামান্যতম

আলস্যে কিংবা ত্রুটি বিচ্যুতিতে এক ধ্বনি অন্য ধ্বনি হয়ে যেতে পারে এবং শ্রোতার কাছে শব্দের ও শব্দার্থের ব্যতিক্রমও ঘটাতে পারে। এ জন্যে স্বরধ্বনি সমূহের বিচার বিশ্লেষণ রীতিমতো শক্ত এবং তা আয়ত্ত করাও শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজ নয়।

স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের জন্যে ধ্বনিতত্ত্বে এ কারণেই Cardinal Vowel এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। Cardinal Vowel বা মৌলিক স্বরধ্বনি কোন এক বিশেষ ভাষার স্বরধ্বনি নয়। এক ভাষার স্বরধ্বনির মধ্যে একটির সঙ্গে অন্যটির যেমন পার্থক্য বিচার করা হয় জিহ্বার অবস্থান বিচার করে, তেমনি ধ্বনিতাত্ত্বিকদের খেয়াল হলো একটি বিশেষ স্বরধ্বনিকে স্বরধ্বনি রেখে [মুখবিবরে কোন জায়গায় ঘষে দিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনিতে পরিণত না করে কিংবা অতিরিক্ত মুখ বিকৃত ক'রে বাকধ্বনি থেকে nonsense বা অর্থহীন ধ্বনিতে পরিণত না ক'রে (কোন ভাষার ধ্বনি নয় বলে cardinal vowels যদিও বা অর্থহীন ধ্বনি)—] জিহ্বার অবস্থান কতটুকু উঁচু বা নিচু করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্। এ খেয়াল ও কৌতূহল থেকে আটটি cardinal vowel বা মৌলিক স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। রোমান অক্ষরে সেগুলোর প্রতিলিপি যথা ঃ—(১) i (২) e (৩) ɛ (৪) a (৫) *a* (৬) ɔ (৭) o (৮) u ; প্রতিলিপি দেখে এগুলোর অবশ্য কিছুই বুঝা যাবেনা। ধ্বনিতাত্ত্বিকের কাছ থেকে এগুলো আয়ত্ত করতে হয়। সে ধরণের শিক্ষা না পাওয়া গেলে গ্রামোফন রেকর্ড থেকেও শোনা যায়। লণ্ডনের Daniel Jones সাহেব কৃত cardinal vowels এর রেকর্ড গুলো মৌলিক স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের নমুনা হিসেবে বহুল স্বীকৃত।

Cardinal Vowels

এ আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি এভাবে বাছাই করার কারণ এই যে উচ্চারণের দিক থেকে যে কোন একটি ভাষার একটি স্বরধ্বনি তার অব্যবহিত পরবর্তী স্বরধ্বনিটির যেমন অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত এ মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর যে কোন একটি তার পরবর্তী স্বরধ্বনিটির তত নিকটবর্তী নয় ব'লে উচ্চারণের গোলযোগে তেমন দুটো শব্দের মধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা নেই।

মৌলিক ১নং স্বরধ্বনি অর্থাৎ i সম্মুখ পর্যায়ের স্বরধ্বনির মধ্যে সংবৃততম। জিভ্‌কে যদি আর একটু উঁচু করা হতো তা হ'লে ওটা আর স্বরধ্বনি থাকতোনা তালব্য শিষ ব্যঞ্জনধ্বনি (*j*) তে পরিণত হতো। ৫নং মৌলিক স্বরধ্বনি অর্থাৎ *ɑ* পশ্চাৎ পর্যায়ের বিবৃততম স্বরধ্বনি। জিভের পেছন দিককে যদি আরও একটু নীচু করা যেতো তা হ'লে কুলকুচা করতে গিয়ে যেমন শব্দ হয় তেমনি ধরণের ঘর্ষণজাত কণ্ঠ্য শিষ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হত। মৌলিক স্বরধ্বনির ২, ৩ এবং ৪নং অর্থাৎ e, ɛ এবং a, *i* এবং *ɑ* এর মাঝামাঝি একটা থেকে আর একটায় শ্রুতির দিক থেকে সমান দূরবর্তী সম্মুখ পর্যায়ের স্বরধ্বনি। মৌলিক স্বরধ্বনি ɔ, o এবং u পশ্চাৎ পর্যায়ের। এদের উচ্চারণ শুনলে বোঝা যাবে যে একটা থেকে আর একটার ব্যবধান (same scale of equal degrees of acoustic separation) সমপরিমাণের।

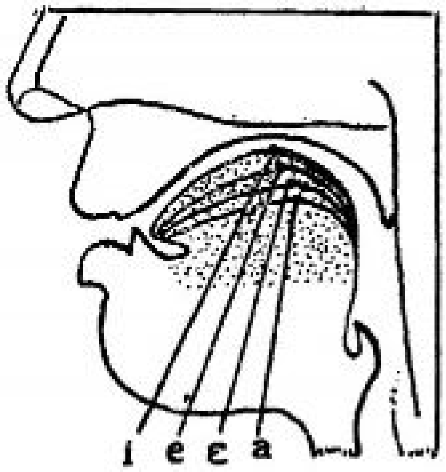

মৌলিক (Cardinal) সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান।

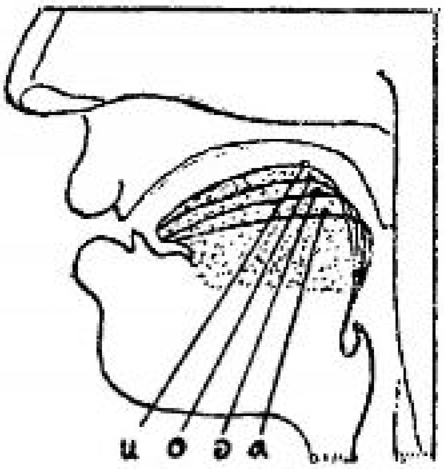

মৌলিক (Cardinal) পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান।

এ আট্‌টা মৌলিক স্বরধ্বনির প্রত্যেকটির জিহ্বার অবস্থান একবার ভালো ক'রে বুঝে নিতে পারলে তার সঙ্গে তুলনায় আপনাপন মাতৃভাষার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনির জিহ্বার অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া তখন কঠিন হয় না। কোন

ভাষার মূলধ্বনি নির্ণয় করার জন্যে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের substitution within a text প্রথার অনুসরণ করে কতকগুলো শব্দে শুধু স্বরধ্বনি বদলে দিয়ে অর্থাৎ এক স্বরধ্বনির পরিবর্তে অন্য স্বরধ্বনি বসিয়ে বিভিন্ন অর্থ পাওয়ার দিক থেকে চলিত বাংলায় মোট আটটি মূল স্বরধ্বনির বেশী পাওয়া যায় না। একটি নমুনা দিই, যেমন ঃ—

বাংলার স্বরধ্বনি নির্ণয় পদ্ধতি

আ। ট
ই। ট
উ। ট
ও। ট (ঠ্)
কোণে=ক (ও=ে া)। ণে
ক'নে=ক'(ও')। নে

এখানে একাক্ষরিক (monosyllabic) চারটি শব্দের এবং দু'অক্ষর (disyllabic) বিশিষ্ট শেষের দুইটি শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনি একই অথচ তার পূর্বে পর পর ছয়টি স্বরধ্বনি বদ্‌লে এখানে মোট ছয়টি শব্দ পাওয়া যেতে পারে। এমনি ভাবে বাংলা ভাষার অন্যান্য শব্দের মধ্যে থেকে বহু শব্দ বাছাই করে Substitution পদ্ধতির মাধ্যমে চলিত বাংলায় আমরা ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, ও' এবং উ মোট আটটি স্বরধ্বনি পাই। (১) এ আটটি স্বরধ্বনির প্রত্যেকটিই এক একটি Phoneme কিংবা Phonological unit অর্থাৎ মূলধ্বনি। যে কোন একটি মূলস্বরধ্বনি উচ্চারণকালে নানা ভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে। আবেগের

১। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক আ'জ, কা'ল, রা'ত প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণে চলিত বাংলার 'আ'র অতিরিক্ত একটা আ' (aʸ) ধ্বনি পাই। এই আ' জিহ্বার সম্মুখস্থ বিবৃত ধ্বনি (front open vowel) এর মতো, এ ধ্বনিটি নিয়েই অনেকে বাংলার স্বরধ্বনি ন'টা মনে করেন। কিন্তু আ' কোনো শব্দের অর্থগত দিক থেকে 'আ'র সঙ্গে কোনো বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে না। সুতরাং অঞ্চলবিশেষে এর উচ্চারণগত (Phonetic) অস্তিত্ব থাকতে পারে .কিন্তু একে মূলধ্বনি (Phoneme) এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না। সেজন্যে বাংলার মূল স্বরধ্বনি আটটিই, ন'টা নয়।

প্রাবল্যে কোন স্থানে অত্যন্ত দীর্ঘ হ'তে পারে; ক্ষেত্রবিশেষে মাঝামাঝি রকমের দীর্ঘ হ'তে পারে, কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘতার আবার কিছুই দেখা যেতে না পারে। যেমন 'অপূর্ব' শব্দের 'উ' ধ্বনি। কেউ যদি মুগ্ধ হ'য়ে কোন দৃশ্যের অপূর্বতার পরিচয় দিতে চায় তা হ'লে খুব টেনে বলে উঠলো অপূ—রব। আবার আবেগের তারতম্যে 'অপূ-রব' কিংবা 'অপূর্ব' শুনতেও পারি। তা হ'লে ধ্বনিটি মূলত দীর্ঘ নয়।

বাংলার স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা

বাংলা বর্ণমালায় আমরা ছেলেবেলা থেকে যে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ দেখে এবং শিখে আসছি বাংলার মূল স্বরধ্বনির বিচারে আমাদের সেই দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ নেই। ইংরেজীতে 'sit' শব্দের হ্রস্বই (i) এবং 'seat' শব্দের দীর্ঘ ঈ (i:), কিংবা 'full' শব্দের হ্রস্ব 'উ' (u) এবং 'fool' শব্দের দীর্ঘ 'ঊ' (u:) জাতীয় ধ্বনি বাংলায় নেই। স্বরের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা বাংলা ভাষায় অভিধানিক পর্যায়ে কোন শব্দের অর্থের তারতম্য ঘটায় না, যেমন ঘটায় ইংরেজী কিংবা উর্দু ভাষাতে। তবে আবেগের তারতম্যে একই শব্দের স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে হ্রস্ব ও দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে, তাতে শব্দের মূল অর্থের কোন পার্থক্য ঘটে না। এ ছাড়া বাংলায় একাক্ষরিক (monosyllabic) শব্দে স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয় অথচ দুই অক্ষরের (disyllabic) শব্দে প্রথম স্বরধ্বনির চেয়ে দ্বিতীয় স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ। বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর Kymograph tracing নিয়ে দেখেছি যত Syllable এরই শব্দ হোক না কেন প্রত্যেক শব্দের ultimate বা শেষ syllable এর স্বরধ্বনি তার পূর্বের syllable গুলোর তুলনায় দীর্ঘ। এ কারণেই 'কাজ' শব্দের 'আ' দীর্ঘ, অথচ 'কাজকাম' এক সঙ্গে উচ্চারণ করলে দেখা যাবে এখানকার 'কাজ' এর 'আ' পূর্ববর্তী 'কাজ' এর 'আ' অপেক্ষা তো হ্রস্ব বটেই, এমনকি তার পার্শ্ববর্তী 'কাম' শব্দের 'আ' এর-চেয়েও হ্রস্ব। এছাড়া একই স্বরধ্বনি একাক্ষরিক শব্দেও অঘোষ ধ্বনির পূর্বে হ্রস্ব কিন্তু ঘোষ ধ্বনির পূর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; যেমন 'আট' ও 'আজ' শব্দের 'আ' প্রথমটিতে হ্রস্ব কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

জিভ ও ঠোঁটের অবস্থানের দিক থেকে স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের যে তিনটি

মাপকাঠির কথা উল্লেখ করেছি সেদিক থেকে বাংলার 'ই', 'এ', 'এ্যা', 'আ', 'অ', 'ও', ও' এবং 'উ' এই আটটি স্বরধ্বনির প্রথম তিনটি 'ই', 'এ', 'এ্যা' কে সম্মুখ (front) পর্যায়ের এবং 'অ', 'ও', ও' এবং 'উ' কে পশ্চাৎ (back) পর্যায়ের মধ্যে ফেলা যায়। 'আ' কে সম্মুখ পর্যায়ের মধ্যে না ফেলে জিভের সম্মুখের শেষ এবং পশ্চাৎ ভাগের যেখানে শুরু জিভের সেই মধ্যবর্তী স্থানে রাখা যেতে পারে। বাংলার 'আ' স্বরধ্বনি ইংরেজী central বা neutral vowel 'ə' নয়, উর্দুর হ্রস্ব 'আ' বা 'ə' ও নয়। জিভের সম্মুখ ও পশ্চাতের মিলনস্থান থেকে উচ্চারিত হলেও এর ঝোঁক জিভের পেছনের দিকেই বেশী। সেজন্যেই বাংলার 'আ' জিভের মধ্যেকার ইংরেজীর neutral বা উর্দুর ə জাতীয় সংবৃত (close) ধ্বনি নয়, বিবৃত (open) ধ্বনিই। আরও পরিষ্কার ভাবে স্বরধ্বনিগুলোকে ভাগ করতে হলে আমাদের উল্লিখিত তিনটি মাপকাঠির প্রথমটি অনুযায়ী 'ই', 'এ', 'এ্যা' উচ্চারণকালে জিভের সামনের ভাগ তালুর শক্ত অংশ (hard palate) এর দিকে উঁচু করতে হয়। এ কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশের বৈয়াকরণগণ 'ই', 'এ' এবং 'এ্যা'র তালব্য স্বরধ্বনি নামকরণ করেছেন। আধুনিক ধ্বনিবৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্মুখবর্তী স্বরধ্বনি বা front vowels এর এ নাম তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন নয় জিভের পশ্চাৎ ভাগ তালুর নরম অংশের (soft palate) দিকে উঁচু করে যে স্বরধ্বনিগুলো পাওয়া যায় সেই পশ্চাৎবর্তী বা back vowels 'অ', 'ও', ও' এবং 'উ' এর কণ্ঠ্যস্বরধ্বনি নামকরণ।

(১) জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় সেদিক থেকে বাংলা স্বরধ্বনির পর্যায় ভাগ।

স্বরধ্বনি বিচারের দ্বিতীয় মাপকাঠি অনুসারে অর্থাৎ জিভ যতটুকু উঁচু করা যায় সেদিক থেকে 'ই'কে সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (front half close vowel), 'এ'কে অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি (front half close vowel) 'এ্যা'কে অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (front half open) এবং 'আ'কে সম্মুখ এবং পশ্চাতের মাঝামাঝি বিবৃত (open) স্বরধ্বনি বলা যেতে পারে। 'অ', ও', 'ও', এবং

(২) জিহ্বা উঁচু করার পরিমাণের দিক থেকে বাংলা স্বরধ্বনির পর্যায়ভাগ

'উ' এই পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (বা back vowel) চারটির 'অ' অর্ধবিবৃত (half open), ও' সিকি সংবৃত 'ও' অর্ধসংবৃত (half close), এবং 'উ' সংবৃত (close)।

(৩) ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান বিচারে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর পর্যায়ভাগ

স্বরধ্বনি বিচারের তৃতীয় মাপকাঠি ঠোঁটের অবস্থান। সেদিক থেকে 'ই'র উচ্চারণে ঠোঁট ঈষৎ প্রসৃত (spread) হয় কিংবা নির্লিপ্তও থাকতে পারে এবং সে অনুপাতে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ (opening between the jaws) সঙ্কীর্ণ থাকে।

'এ'র উচ্চারণেও ঠোঁট নির্লিপ্ত থেকে ঈষৎ প্রসৃত (from neutral to slightly spread) হ'তে পারে এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ সঙ্কীর্ণ নয়, খোলাও নয়, এমন (opening between the jaws: medium) মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতে পারে।

'এ্যা'র উচ্চারণেও ঠোঁটের অবস্থা নির্লিপ্ত থেকে প্রসৃত এবং চোয়ালদ্বয় মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

'আ'র উচ্চারণে ঠোঁট থাকে নির্লিপ্ত এবং দুই চোয়াল (medium to wide) মাঝামাঝি অবস্থা থেকে কিছু প্রশস্ত হয়।

'অ'র উচ্চারণে ঠোঁট দুটো বেশ খোলা থাকে অথচ বেশ গোলাকারও হয়। পারিভাষিক দিক থেকে যাকে বিবৃত এবং কুঞ্চিতের মাঝামাঝি (between open and close liprounding) বলা যেতে পারে। দু' চোয়ালের মাঝের পথও সেরকম মাঝামাঝি ভাবে খোলা থাকে।

'ও' উচ্চারণে ঠোঁট দুটো গোল হয় কিন্তু ছুঁচলো হয়ে (rounded with no protrusion) সামনে বেড়ে যায় না। দু চোয়ালের মাঝ পথের ফাঁকটুকু থাকে সঙ্কীর্ণ।

ও' উচ্চারণে 'ও'র তুলনায় ঠোঁট দুটো অপেক্ষাকৃত কম গোল হয় কিন্তু দু চোয়ালের মাঝের ফাঁকের বিশেষ তারতম্য হয় না। ও'র উচ্চারণে জিভের পশ্চাৎভাগ 'ও'র মতো উঁচু হয় না। বরং জিভের পশ্চাৎভাগের যে

২—

অংশ থেকে 'ও' উচ্চারিত হয় তার গতি কিছুটা দ্রুত সম্মুখগামী হয়। এ জন্যে ও'কে সিকি সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলেছি। সূক্ষ্মধ্বনি বিচারে জিভের পশ্চাৎভাগের এ রূপকে 'yotized' (o^y) বলা যেতে পারে এজন্যে বাংলায় এ ধ্বনিটির নামকরণ করা যেতে পারে 'অভিশ্রুত ও'।

'উ' উচ্চারণে ঠোঁট যথেষ্ট (fairly close lip rounding) গোল হয় এবং চোয়ালদ্বয়ের মাঝপথের ফাঁক (opening between the jaws : narrow) সঙ্কীর্ণভাবে থাকে।

কার্ডিনাল বা মৌলিক স্বরধ্বনির সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলা 'ই' কার্ডিনাল স্বরধ্বনির ১ ও ২ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা 'এ' কার্ডিনাল ২ ও ৩ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা 'এ্যা' কার্ডিনাল ৩ ও ৪ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা 'আ' কার্ডিনাল ৪ ও ৫ নং (পাঁচ নম্বরের দিকেই এর একটু হেলে থাকার প্রবণতা দেখা যায় অবশ্য) এর মাঝখানে, বাংলা 'ও' কার্ডিনাল ৬ ও ৭ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা অভিশ্রুত ও' কার্ডিনাল ৬ এবং বাংলা 'ও'র মাঝখানে এবং বাংলা 'উ' কার্ডিনাল ৭ ও ৮ নম্বরের মাঝামাঝি অবস্থিত।

কার্ডিনাল স্বরধ্বনির তুলনায় বাংলা স্বরধ্বনি

মুখবিবরের যথাযথ ছবি এঁকে বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে স্বরধ্বনির অবস্থান চিহ্নিত করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। তবু ধ্বনিবৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন প্রকারের diagram এর সাহায্যে স্বরধ্বনির আনুপাতিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। সেগুলো অবশ্য ধ্বনির যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন করে না তবে পাঠক ও দর্শকের মনে ধ্বনিগুলোর পারস্পরিক এবং আনুপাতিক উচ্চারণগত তারতম্য নির্ণয়ে সহায়তা করে।

মৌলিক (cardinal) পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণে জিভ যে আকৃতি লাভ করে তাকে একটি রেখায় চিহ্নিত করা যেতে পারে। সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ' উচ্চারণে জিভের পেছনের যে অংশ উঁচু হয় 'ও', 'অ' এবং 'আ' উচ্চারণে তার অবস্থান সমমাপের ব্যবধানে ক্রমেই নিম্নগামী হয়। এ রেখাটিতে কয়েকটি

বিন্দুর সাহায্যে জিহ্বার পেছনের দিকের সে রূপরেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ-

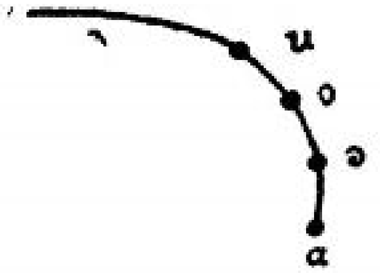

ঠিক তেমনিভাবে মৌলিক সম্মুখ স্ববধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য জিভের সম্মুখভাগের আকৃতির ক্রমনিম্নগামী রূপকেও এভাবে কয়েকটি বিন্দুর সাহায্যে চিহ্নিত করা যায় ঃ—

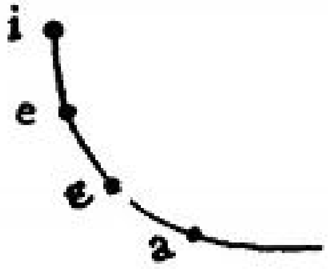

এ তুটো রেখাকে একত্র করলে এ ভাবের একটি পূর্ণচিত্র পাওয়া যেতে পারে ঃ—

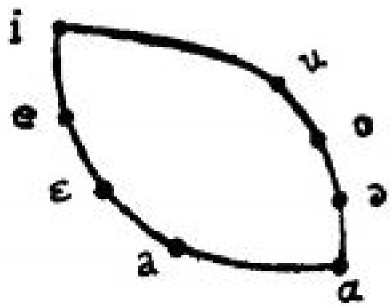

মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর শ্রুতিগত সমমাপের এ দূরত্বকে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য একটি diagram এ চিহ্নিত করলে এ রকম একটি ছবি পাওয়া

যেতে পারে :—

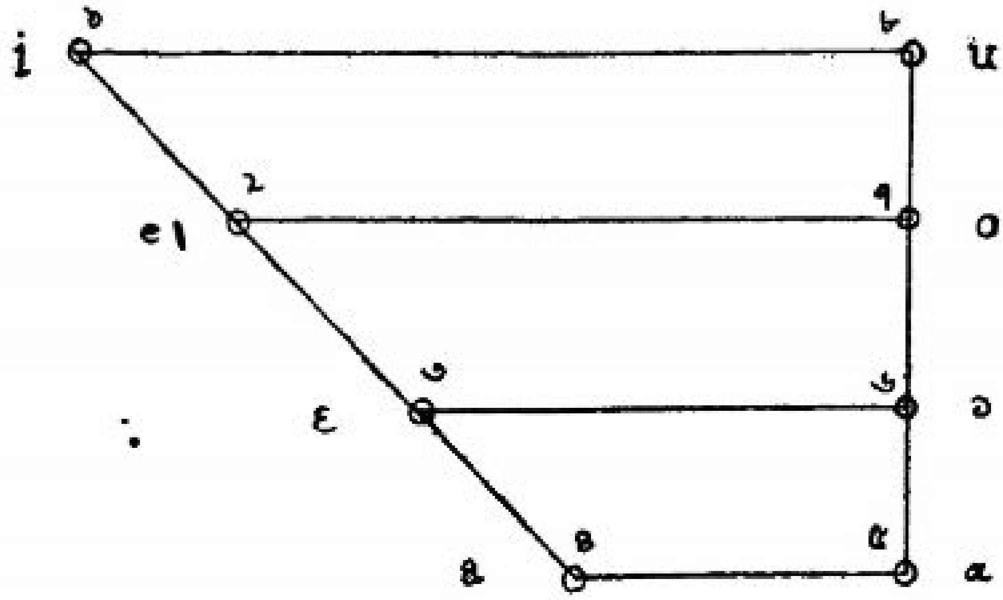

মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান বিচারে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে এভাবে স্থাপন করা যায় :—

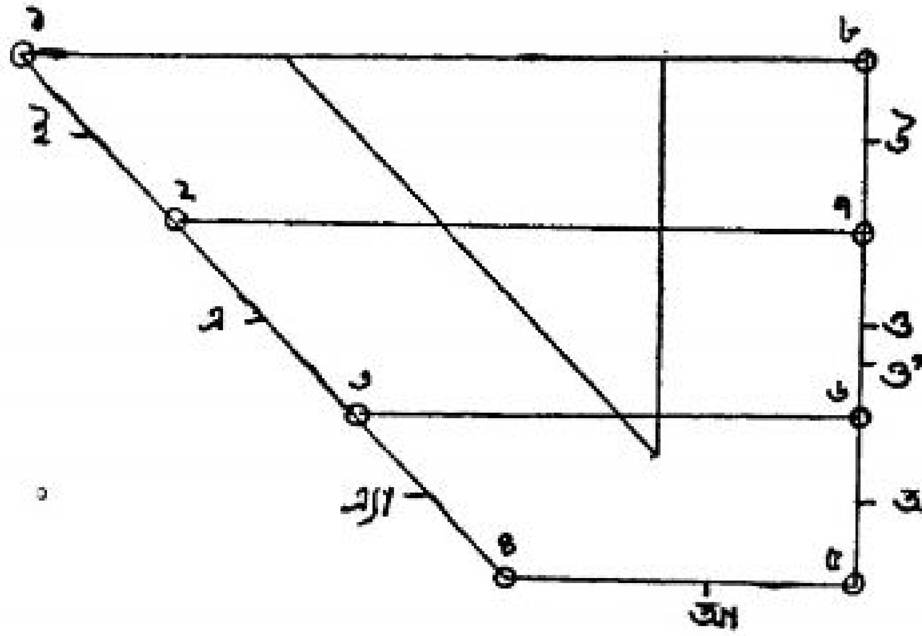

বাংলার আটটি মূল স্বরধ্বনির অতিরিক্ত আর গোটাকতক অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে। এ গুলোর পারিভাষিক নাম দেওয়া যায় semi vowel। ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মতে semi vowel বা অর্ধস্বরধ্বনি নামটি খুব বিজ্ঞানোচিত নয়, তাঁদের কেউ কেউ এ রকম মত পোষণ করেন যে, যে অর্থে এগুলোকে semi vowel বলা হয় সে অর্থেই এগুলো নাম দেওয়া যেতে পারে semi-consonant। যে কোন স্বরধ্বনির

অর্ধস্বরধ্বনি বা
Semi Vowel

উচ্চারণে তার জিহ্বার অবস্থান থাকে নির্দিষ্ট। সেজন্যে যে কোন একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করলে তার একটা নির্দিষ্ট ধ্বনি দ্যোতনা শোনা যায়। কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনি (বা semi vowel) গুলোর বেলায় এ কথা খাটে না। অর্ধস্বরধ্বনির কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত জিহ্বার অবস্থানের দিক থেকে তার নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। দ্বিতীয়ত উচ্চারণ সময়ের দিক থেকে তার কাল পরিমাণ (duration) অত্যন্ত অল্প অর্থাৎ মুখের মধ্যে ধ্বনিটি তৈরী হ'তে না হতে'ই তা উচ্চারিত হ'য়ে যায়। তৃতীয়ত এ রকম অর্ধস্বরধ্বনির তুলনায় তার পূর্বের কি পরের স্বরধ্বনির অনুরণন অনেক বেশী (অর্থাৎ more sonorous)। অর্ধস্বরধ্বনি দিয়ে বাংলায় খুব কম শব্দই আরম্ভ হয়, আদৌ হয় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। শব্দের মধ্যে দুই স্বরের মাঝখানে কিংবা এক শব্দের শেষে এবং পরবর্তী শব্দের আদিতে পাশাপাশি একই স্বর থাকলে এক সংগে উচ্চারণ করতে গিয়ে বাকযন্ত্র (organs of speech) গুলোর অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধা দূর করার জন্যে যেসব অস্পষ্ট অন্তর্বর্তী ধ্বনি উত্থিত হয় সেই gliding ধ্বনিগুলোই যথার্থ অর্ধস্বরধ্বনি।

বাংলায় 'য়' শ্রুতি এবং অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতির যথেষ্ট চল দেখা যায়। বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ 'য়' আছে কিন্তু অন্তঃস্থ 'ব' থাকলেও তার স্বতন্ত্র কোন রূপ নেই। আর বাংলা বর্ণমালায় নেই অথচ ধ্বনি হিসেবে আর একটি অর্ধস্বরধ্বনি পাওয়া যায় তার নাম করা যেতে পারে 'ই' শ্রুতি। এ তিনটি অর্ধস্বরধ্বনিকে রোমান প্রতিলিপিতে যথাক্রমে 'y', 'w' এবং 'j' রূপে দেখানো যেতে পারে। বাংলার 'পায়া', 'মায়া', 'মেয়ে', 'নেয়ে', 'ছেয়ে', 'খেয়ে', 'দেয়ে' 'বেয়ে' প্রভৃতি শব্দের প্রথম এবং শেষ স্বরধ্বনি যেমন 'পা' এর 'া' এবং 'য়া' এর 'া', এ দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মুখবিবর ও জিহ্বার অস্বস্তিজনিত একটা ধ্বনি অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্য (হয়তো এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ কাল পরিমাণের জন্যই) উত্থিত হচ্ছে। এটাই এখানকার অর্ধস্বরধ্বনি 'য়'। রোমান হরফে লিখলে উচ্চারণ কালের এ নবোত্থিত ধ্বনিটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যেমন paya, maya, meye, neye ইত্যাদি। 'মা আমার', জাতীয় পাশাপাশি

ছুই শব্দেও এ ধরণের 'য়' অর্ধস্বর বেশ লক্ষ্য করা যায়।

অন্তঃস্থ 'ব্' শ্রুতি দিয়ে বাংলায় প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়। যেমন 'মোয়া', 'কুয়া', 'পোয়া', 'নোয়া' 'রোয়া', 'হওয়া' 'তাওয়া', 'খাওয়া', 'দেওয়া', 'মেওয়া' ইত্যাদি। এ সব শব্দের হরফ বা letter অন্তঃস্থ 'য়', অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতি বা অর্ধস্বরধ্বনির স্থান দখল ক'রে আছে। আমাদের প্রচলিত বর্ণমালার মধ্যে এর কোন প্রতীক নেই। 'নোয়া' শব্দের 'নো' এর 'ো' এবং 'য়া' এর 'া' এর মাঝখানে উচ্চারণকালে ঠোঁট যে ভাবে গোল হয় এবং পরক্ষণে প্রসৃতই হ'য়ে যায়, ঠোঁটের এ রূপান্তরের মাঝখানেই বক্তার অজ্ঞাতে একটা অর্ধস্বর উত্থিত হয়। খুব খেয়াল ক'রে বার কয়েক আওড়ালে তা ধরা পড়ে। রোমানে লিখলে তা দাঁড়াবে nowa ; সে ভাবেই rowa, hɔwa, hawa, tawa, khawa, dæwa, mæwa ইত্যাদি।

বাংলা অর্ধস্বর সমূহ

অন্তঃস্থ 'য়' এবং অন্তঃস্থ 'ব' এর অতিরিক্ত আর একটি অর্ধস্বরের অস্তিত্ব বাংলায় স্বীকার করা যেতে পারে। সেটি 'ই' জাতীয়। ধ্বনি তো চোখে পড়ার কথা নয়, কানে শোনার ব্যাপার। একে বাংলা বর্ণমালায় নেই তার উপরে আমাদের দেশের প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতেও এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই এবং এক ধ্বনি থেকে আর এক ধ্বনি আলাদা করতে পারার মতো শিক্ষা এবং সজাগ কানও আমাদের খুব কম লোকেরই আছে; ফলে ধ্বনির সূক্ষ্মতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তথ্যানুসন্ধান করার স্পৃহাও আমরা হারিয়েছি। ইংরেজী বানানের ধ্বনিগত প্রতিলিপির (Phonetic transcription) সাহায্যে দেখা যায় *a* : gi*j*u (argue), isi*j*u (issue), pətiki*j*ulə (particular), ɔpɔti*j*uity (opportunity) প্রভৃতি শব্দে *a* ঃ gi*j*u এবং isi*j*u 'i' এবং 'u' এর মধ্যে স্বল্পকালীন স্থিতিশীল স্বতোৎসারিত (glide বা) পিচ্ছিলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এই 'ই' জাতীয় ধ্বনি এখানকার অর্ধস্বর। দ্রুত কথাবার্তায় বাংলায় 'পিউ', 'পিউলি', 'টিয়া' 'গিয়া', 'নিয়া' প্রভৃতি শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরের মাঝখানে উচ্চারকের অজ্ঞাতে স্বতোত্থিত এ ধরণের 'ই' জাতীয় একটা

অর্ধস্বরধ্বনি উত্থিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। রোমানে লিখলে 'piju', 'pijuli', 'tija', gija' প্রভৃতি রূপে দুই মূল স্বরের মাঝখানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যেতে পারে এবং চেষ্টা করলে এ ধরণের একটা পিচ্ছিল অর্ধস্বরের অবস্থিতি অনুধাবনও করা যেতে পারে।

যৌগিক স্বরধ্বনি (diphthong)

বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ এই দুটো বর্ণ দেখা যায়। সাধারণ্যে এ দুটোই দ্বৈতস্বর, দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনি (diphthong) হিসেবে পরিচিত। দুইটি স্বর মিলে এক অক্ষর (syllable) তৈরী করলেই সাধারণের কাছে তা diphthong বা যৌগিক স্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয়। পাশাপাশি দুইটি স্বরধ্বনি এক অক্ষর (syllable) হিসেবে উচ্চারিত হওয়াই অবশ্য যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনির প্রথম শর্ত। এক নিশ্বাসের দুইবারের স্বতন্ত্র চেষ্টায় (by two separate breath pulses) এ রকম দুই স্বর পাশাপাশি উচ্চারিত হলে তা আর যৌগিক স্বরধ্বনি থাকে না। যেমন যা-ই (whatever অর্থে) যৌগিক স্বরধ্বনি নয়, অথচ এক নিশ্বাসে উচ্চারিত 'যাই' যৌগিক স্বরধ্বনি। এ ছাড়াও যৌগিক স্বর-ধ্বনি গঠনের আরও কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রথম স্বরধ্বনি উচ্চারণ-কালে জিহ্বা একটা নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এবং সাধারণ স্বরধ্বনি উচ্চারণ কালে এ রকম ক্ষেত্রে জিহ্বা যতটুকু সময় অপেক্ষা করতো ততটুকু অপেক্ষা না করেই পরবর্তী স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত এগিয়ে (পিছলে) যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরবর্তী স্বরধ্বনি মুখবিবরে পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ করে না। জিহ্বার প্রথম স্বরধ্বনি গঠন এবং দ্বিতীয় স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত পেশী সঞ্চালনের মাঝখানে শোনা না গেলেও একটা পিচ্ছিল ধ্বনি (gliding sound) স্বতোৎসারিত হয়। পূর্ববর্ণিত অর্ধস্বরধ্বনি (glide) অবশ্য তেমনভাবে হঠাৎ সৃষ্টি হয় না। যৌগিক স্বরধ্বনির মাঝখানে এ পিচ্ছিল ধ্বনি (an independent glide is expressly made) জিহ্বার পেশী সঞ্চালনের ফলে উদ্ভূত না হয়ে পারে না।

আমাদের বাংলা বর্ণমালা যে কত অপূর্ণ তা স্বরধ্বনি পর্যায়ের এ যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যানির্ণয়ের বেলায় বোঝা যায়। বর্ণমালায় যৌগিক

স্বরধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ (letter) আছে মাত্র দু'টি, যথা —ঐ এবং ঔ কিন্তু বাংলা ভাষায় তিরিশটি (৩০)টি পর্যন্ত যৌগিক স্বরধ্বনি হ'তে পারে। এদের মধ্যে ১৮টি নিয়মিত (regular) এবং ১২টি অনিয়মিত (irregular)।

নিম্নোক্ত আঠারটি দ্বৈতস্বর নিয়মিত এবং অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ সতর্ক কিংবা অসতর্ক যে কোন রকমের উচ্চারণে তাদের দ্বৈতস্বর হিসেবে উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক, যথা :—

মূলস্বর 'ই' দিয়ে :—

(১) ই-ই্ (i-i)—যেমন দিই্, করিই্ (এটি বাংলার অপরূপ বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দ্বৈতস্বর*)

(২) ইউ্ (iu)—যেমন পিউ্, মিউ্।

মূলস্বর 'এ' দিয়ে

(৩) এই্ (ei)—যেমম এই, সেই, খেই, দেই।

(৪) এও্ (eo)—যেমন মেও্, কেও্, খেও্।

(৫) এউ্ (eu)—যেমন ঘেউ্ ঘেউ্, কেউ্ কেউ্।

মূলস্বর 'এ্যা' দিয়ে :—

(৬) এ্যাও্ (æo)—যেমন হ্যাও্, ন্যাও, ম্যাও্।

(৭) এ্যায়্ (æy)—যেমন হ্যায়্, হ্যায়্।

মূলস্বর 'আ' দিয়ে :—

(৮) আই্ (ai)—যেমন খাই্, দাই্, গাই্, যাই্, নাই্।

(৯) আও্ (ao)—যেমন দাও্, খাও্, যাও্, পাও্, ফাও্।

(১০) আউ্ (au)—যেমন দাউ দাউ্।

(১১) আয়্ (ay)—যেমন আয়্ (তোমার আয়্ কত,) যায়্, গায়্।

মূলস্বর 'অ' দিয়ে :—

(১২) অও্ (ɔo) যেমন হও্, নও্, রও্, কও্।

(১৩) অয়্ (ɔy)—যেন নয়্, হয়্, রয়্, সয়্।

* এ দ্বৈতস্বরের উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ 'ঈ' র মতো অনুভূত হতে পারে।

মূলস্বর 'ও' দিয়েঃ—

(১৪) ও-ও্ (o-o)—যেমন শোও্, বোও্ (এটিও বাংলার অপরূপ বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দ্বৈতস্বর*)

(১৫) ওউ্, ঔ (ou)—যেমন বৌ, (বউ), নৌ, মউ্।

(১৬) ওই্, ঐ (oi)—যেমন বই, খৈ, দৈ (দই)।

(১৭) ওয়্ (oy)—যেমন ধোয়্, শোয়্।

মূলস্বর 'উ' দিয়েঃ—

(১৮) উই্ (ui)—যেমন রুই্, পুঁই, থুই্।

নিম্নের বারোটি দ্বৈতস্বর অনিয়মিত অর্থাৎ তাদের উচ্চারণে দ্বৈতস্বরের প্রথম এবং প্রধান শর্ত একাক্ষরতা (monosyllabication) যদি বজায় থাকে তা হলে তারা দ্বৈতস্বরই, কিন্তু কোনক্রমে তা ক্ষুণ্ণ হলে আর দ্বৈতস্বর থাকবে না। সতর্ক এবং স্বাভাবিক উচ্চারণে তাদের দ্বৈতস্বর না হওয়ারই কথা কিন্তু দ্রুত এবং অসতর্ক উচ্চারণে তারা দ্বৈতস্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হতেও পারে। উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যই তাদের সংজ্ঞা নিরূপণের নিয়ামক হবে।

মূলস্বর 'ই' দিয়েঃ—

(১) ইয়া (ia)—যেমন মিয়া, নিয়া, প্রিয়া।

(২) ইয়ে (ie)—যেমন নিয়ে, গিয়ে, প্রিয়ে, পিয়ে।

(৩) ইও (io)—যেমন নিও, প্রিও, দিও।

মূলস্বর 'এ' দিয়েঃ—

(৪) এয়া (ea)—যেমন খেয়া, নেয়া, দেয়া, কেয়া।

(৫) এয়ো (eo)—যেমন এয়ো, যেয়ো, চেয়ো (চেও)।

---

* এ দ্বৈতস্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ 'ও'র মতো অনুভূত হ'তে পারে।

মূলস্বর 'এ্যা' দিয়ে :—

(৬) এ্যায়া (æa)—যেমন ছ্যায়া (দেওয়া), ন্যায়া (নেওয়া)।

মূলস্বর 'অ' দিয়ে :—

(৭) অয়া (ɔa)—যেমন নয়া, সয়া, সওয়া, বওয়া।

মূলস্বর 'ও' দিয়ে :—

(৮) ওয়া (oa)—যেমন মোয়া, নোয়া, রোয়া।

(৯) ওয়ে (oe)—যেমন ক'য়ে, স'য়ে র'য়ে।

(১০) উয়ে (ue)—যেমন উয়ে, থুয়ে, রুয়ে।

(১১) উয়া (ua)—যেমন সুয়া, পুয়া, জুয়া।

(১২) উয়ো (uo)—যেমন রুয়ো, থুয়ো।

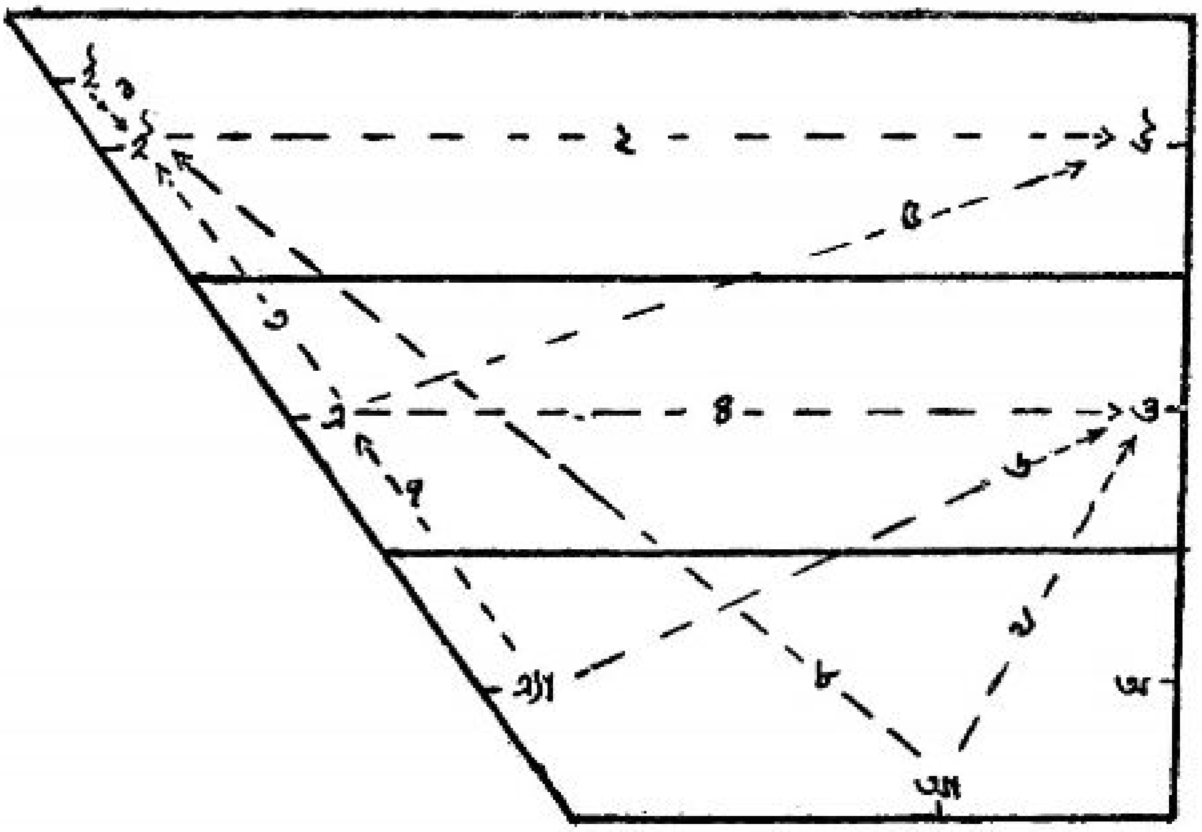

এক থেকে নয় সংখ্যক নিয়মিত বাংলা দ্বৈতস্বরধ্বনি
উচ্চারণে জিহ্বার গতি (movement)র চিত্র।

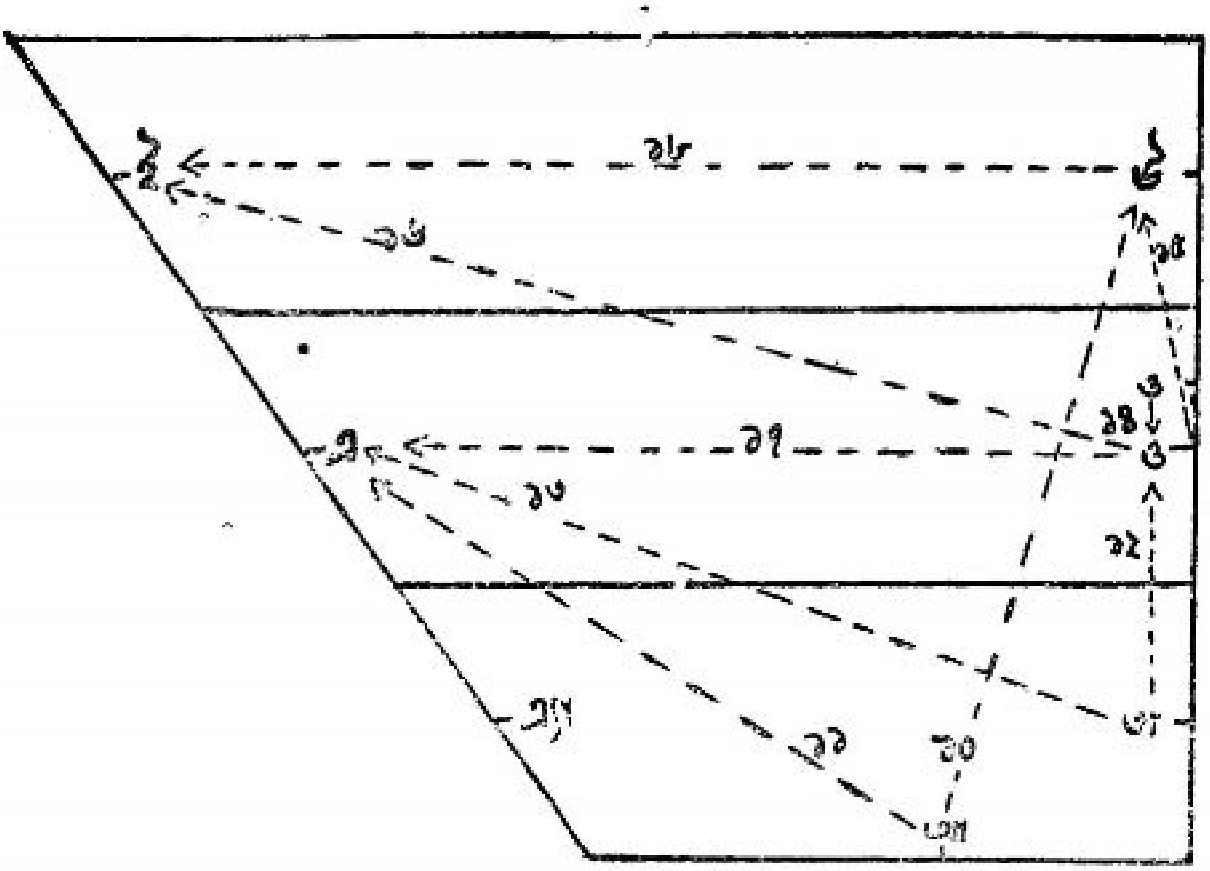

দশ থেকে আঠার সংখ্যক নিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনি
উচ্চারণে জিহ্বার গতি (movement)র চিত্র।

এ দ্বৈত যৌগিক স্বরধ্বনি ছাড়াও অত্যন্ত দ্রুত ও বেখেয়াল উচ্চারণে পাশাপাশি তিনটি কি চারটি স্বরধ্বনি মিশে যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি করে। এগুলো অবশ্য 'diphthong' নয়, অবস্থাভেদে triphthong কি tetraphthong রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু সতর্কভাবে উচ্চারণ করলে পাশাপাশি স্বরধ্বনিগুলো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। Triphthongএর উচ্চারণ যেমন :—[iei, ইয়েই], [iae, ইয়ায়], [eio, এইয়ো], [আওয়া (aoa), হাওয়া] [oeo, ওয়েও], [oie, ওইয়ে], [uei, উইয়ে], [uio উইও], [uae, উয়ায়]।

আর tetraphthong এর উদাহরণ যেমন :—[eoai, এওয়াই], [aoae, আওয়ায়]।

এ ছাড়া একই স্বরধ্বনি বাংলায় অপরিবর্তিত ও অমিলিত ভাবে পর পর ছুবারও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে, যেমন—ই-ই, আমি তো রাজি-ই, কিংবা দিই-ই ; এ-এ, খেয়ে দেয়ে ; ও-ও, শো-ও।

ফুসফুস থেকে যে বাতাস বের হয়, সাধারণত তা নাক দিয়েই বের হয়। 'ম' 'ন', এবং 'ঙ', এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা অনুনাসিক স্বরধ্বনি ছাড়া অন্য যে কোন ধ্বনি উচ্চারণ কালে তালুর নরম অংশ (soft palate) উঁচু হওয়ায় নাকের ছিদ্র পথ ভেতর থেকে ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ফুস্‌ফুস্ থেকে স্বাভাবিকভাবে নাসাপথে বাতাস না বেরিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ম' 'ন' এবং 'ঙ' এর উচ্চারণকালে তালুর নরম অংশ উঁচু হয় না বরং নীচে নেমে এসে নাসাপথে (naso-pharynx) বাতাস বেরোনোর সুযোগ করে দেয়। সাধারণ স্বরধ্বনি (অর্থাৎ অনুনাসিক নয়, মৌখিক (oral vowels) স্বরধ্বনি) উচ্চারণের সময়ও তালুর নরম ভাগ নাসাপথ বন্ধ করার জন্য উঁচু হয় ব'লে ফুস্‌ফুস্-আগত বাতাস মুখ দিয়েই বের হয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণে কতক অবস্থায় তালুর কোমল অংশ না উঁচু, না নীচু এমন মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, ফলে ফুস্‌ফুস্-আগত বাতাস মুখ ও নাসাপথে বেরোতে পারে। যে সব স্বরধ্বনি তালুর কোমল অংশের উঁচুও নয় নীচুও নয় এমন মাঝামাঝি অবস্থানের জন্য নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনা (combined resonance of nose and mouth) পায়, তারাই অনুনাসিক স্বরধ্বনি।

Nasalized vowels
সানুনাসিক স্বরধ্বনি

ইংরেজি ভাষায় স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে ও পরের স্বরধ্বনি কিছুটা অনুনাসিক ধারায় উচ্চারিত হ'তে পারে। একটি শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণকালে প্রত্যেকটি ধ্বনি আলাদা আলাদা উচ্চারিত হয় না, একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এ কারণে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে যে বাতাস নাক দিয়ে বের হয় তার পূর্ব ও পরবর্তী স্বরধ্বনি প্রায় একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় ব'লে দুনিয়ার সব ভাষা সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি যে সব ভাষায় নেই সে সব ভাষার নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রভাবজাত (resultant nasalization of vowels) সানুনাসিক স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক স্বরধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করার কোন প্রয়োজন হয় না।

সে কারণেই বোধ হয় এমন প্রভাবজাত স্বরধ্বনি দেখানোর কোন চিহ্নও নেই। যেমন ইংরেজি man শব্দ। 'm' এবং 'n' এই দুই ধ্বনির মাঝের স্বর 'এ্যা' সানুনাসিক, বাংলার 'মান' শব্দের 'আ' তেমনি সানুনাসিক ; (এ রকম সানুনাসিকত্ব পৃথকভাবে দেখানোর দরকার হয়না)।

স্বতন্ত্র সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাচুর্য দেখা যায় ফরাসী ভাষায়। বাংলার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই সানুনাসিকভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে এজন্যে বাংলাতেও সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রভাব কম নয়। বাংলায় স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করার চিহ্ন (ঁ) চন্দ্রবিন্দু : ইংরেজি নাম moon-dot। পূর্ব বাংলায় সানুনাসিক স্বরধ্বনির রেওয়াজ বড়ো বেশী নেই। এবং পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারও নির্দিষ্ট ও নিয়মিত নয়। যেখানে প্রয়োজন, হয়ত সেখানে তার ব্যবহার দেখা যায় না; অপ্রয়োজনীয় স্থানে হয়ত নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই এর ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সাধু ভাষা এবং কল্‌কাতা ও কল্‌কাতার পার্শ্ববর্তী নদে শান্তিপুরের ভাষার যে মৌখিক ভংগী আজও পূর্ব বাংলাতে চলিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে সানুনাসিক স্বরধ্বনি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। শুধু বিদ্যমান বল্‌লেই যথেষ্ট বলা হলো না, শব্দের অর্থের পার্থক্যও অনেক ক্ষেত্রে এই সানুনাসিকত্বের উপর নির্ভর করে। যেমন :

পাক—রান্না	কাদা—কাদা (mud)	ছাদ—ছাদ (roof)
পাঁক—কাদা	কাঁদা—কান্না (weep)	ছাঁদ—ধরণ
কাসা—কাস দেওয়া	চাই—আমি চাই	কুড়ি—বিশ
কাঁসা—এক রকম ধাতু	চাঁই—ঝানু, চাঙড়	কুঁড়ি—মুকুল

বাস—সুগন্ধ
বাঁশ—বাঁশ (bamboo)
} স ও শ'র বানানের পার্থক্য থাকলেও উচ্চারণে এখানে কোন পার্থক্য নেই।

এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিনিরপেক্ষ অনুনাসিক স্বরধ্বনি শব্দের প্রথম অক্ষরেই (syllable) বিশেষভাবে পাওয়া যায়। শব্দের মধ্যে বা অন্ত্যাক্ষরে কচিৎ দেখা যায়।

ধ্বনিই ভাষার মূল। ভাষার সেই ধ্বনির শ্রেণীবিচার করলে স্বর ও ব্যঞ্জন এ দুই প্রধান ভাগে প্রত্যেক ভাষারই ধ্বনিগুলো ভাগ হ'য়ে যায়। ভাষার প্রত্যেকটি ধ্বনিই সেই ভাষাদেহের এক একটা মূল্যবান unit। যে ধ্বনি গুলোর সাহায্যে একটি ভাষা তৈরী হয়েছে ও স্থিতি পেয়েছে তার কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটার প্রশংসা করা যায় না। তবুও স্বীকার না করে উপায় নেই যে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির প্রাণশক্তি ও অনুরণন অনেক বেশী। এ কারণেই পাণিনি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিদগণ বলেছিলেন স্বরই হচ্ছে ধ্বনির মধ্যে রাণীর মতো; আর ব্যঞ্জন রাজার মতো। রাজ্যের শোভা যদি হন রাজা, রাজাকে অলঙ্কৃত করেন রাণী। সুতরাং রাণীর সুখ সমৃদ্ধিতে, স্বাস্থ্য সম্পদে সমগ্র রাজ্যেরই আনন্দ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বরধ্বনিরূপ রাণীকে তাঁরা তাই বৃন্তহীন পুষ্পসম স্বত-বিকশিত উর্বশীর মতো ক'রে ভাবতে পেরেছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সংজ্ঞামতে স্বরের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় না অথচ স্বরধ্বনি ইচ্ছে করলে 'স্বয়ম্ভু হ'য়ে' কারুর সাহায্য না নিয়েই উচ্চারিত হয়। এ কারণেই স্বরধ্বনি-রূপ রাণীকে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' স্বতঃ বিকশিত উর্বশীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ কথা খুবই সত্য। কেননা দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষাতেই স্বরধ্বনিই অক্ষর (syllable) তৈরী করে। সিলেবল্ মুক্ত (open) যেমন আ, আটা, মশা ইত্যাদি কিংবা বদ্ধ (close) যেমন বাক্, রাত্, হাত্ ইত্যাদি যেমন হোক না কেন বাগধ্বনির নিম্নতম unit সেই syllable এর প্রাণশক্তিই হচ্ছে স্বরধ্বনি। এ ছাড়া যে সব ভাষার কবিতার ছন্দ 'quantitative' বা কাল পরিমাপক 'mora' বা মাত্রার উপরে নির্ভর করে সেই কালপরিমাপক মাত্রারও নির্ভরস্থল প্রতিটি অক্ষর (syllable) এর স্বরধ্বনি। কবিতার কথা ছেড়ে দিলেও কথ্য ভাষায় সাধারণ কথাবার্তা বলতে গিয়ে বক্তা ও শ্রোতার মানসিক অবস্থা কিংবা সমাজ-জীবনের যে মুহূর্তে তারা কথাবার্তা বলছে তার একটা বিশেষ অবস্থাকে বিশেষভাবে প্রস্ফুট করে তোলবার জন্যে যে সব শব্দের উপর বক্তা বিশেষ জোর দেয়, শব্দ বিশ্লেষণে দেখা যাবে সেই

সেই শব্দের বিশেষ syllable এর উপরেই জোরটা (stress) পড়েছে। এ হেন stress ও prominence এর আধারও স্বরধ্বনি।

এই কারণেই দেখা যায় ছনিয়ার যে সব ভাষায় স্বরধ্বনির আনাগোনা বা খেলা যত বেশী সে সব ভাষাই ধ্বনিসম্পদের দিক দিয়ে তত মোলায়েম এবং সেই পরিমানেই মিষ্টি। এদিক থেকে বিচার করলে স্বরধ্বনির এবং সে কারণেই ভাষার অন্যান্য ধ্বনির মাধুর্যের দিক থেকে পর্তুগীজ, ফরাসী, ইটালীয় প্রভৃতি 'Romance' ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষারও স্থান নির্দেশ করা যেতে পারে। আমার মাতৃভাষা বলেই যে বাংলা ভাষার প্রতি আমার এ স্বাভাবিক টান তা নয়, লণ্ডন প্রবাসকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে লণ্ডনে অবস্থানকারী ধ্বনি-বিজ্ঞান শিক্ষার্থী সতীর্থ বন্ধুদের সাহায্যে এ সত্য পরীক্ষা করেই আমি এ বিনীত উক্তি করছি।

[দুই]

ধ্বনির ব্যবহার
(Distribution of Sounds)

বাংলার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সুদীর্ঘ আলোচনার পর তাদের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত যে সব ধ্বনি আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার বাগধ্বনি। এদের সাহায্যে আমরা যেমন শব্দ ও বাক্য গঠন করি তেমনি সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে একে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে সমাজ জীবনও গড়ে তুলি। এক কথায় এ ধ্বনিগুলোকে আমরা আমাদের জীবনের কাজে লাগাই। সাধারণ মানুষের জানবারও প্রয়োজন হয় না কি ভাবে কোন্ ধ্বনি উৎপত্তি লাভ করে, কি ভাবে তা ব্যবহৃত হয়। তার বাকশক্তি রহিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রয়োজন অনুসারে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং ধ্বনির ব্যবহার করে। এ জন্যেই বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলো বাঙালী মাত্রেরই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এক সাধারণ সম্পদ। কৌতূহলী ধ্বনিবৈজ্ঞানিক যখন ধ্বনির রহস্যভেদ করতে এগিয়ে আসেন তখন দেখেন যে প্রত্যেকটি ধ্বনিরই একটা বৃত্ত রয়েছে। সে বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে ধ্বনিমাত্রেই আপনাপন বিহারক্ষেত্র রচনা করেছে। আমরা জীবনব্যাপী যতই চেষ্টা করি না কেন যেমন একটি ভাষার যাবতীয় শব্দ আয়ত্ত করতে পারি না এবং যত শব্দ আয়ত্ত করি না কেন তা যেমন একই সঙ্গে কোনো এক বিশেষ পরিবেশে উদ্গীরণ ক'রে দিই না, আমরা তেমনি দেখতে পাই যে একটি ভাষার প্রত্যেকটি ধ্বনি সে ভাষার যাবতীয় শব্দ তৈরী করে না। কতকগুলো ধ্বনি মিলে কতকগুলো শব্দ তৈরী করে—এমনকি শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে এক ধ্বনি সর্বত্র ব্যবহৃতও হয় না। যদিবা ব্যবহৃত হয় তাহ'লে শব্দের বিভিন্ন পরিবেশে তাদের উচ্চারণে তারতম্য ঘটে। প্রত্যেকটি পরিবেশে একই ধ্বনি এক রকমে উচ্চারিত হয় না। ধ্বনির এ বিচিত্র কলগীতির আবিষ্কারই আমাদের এ পরিচ্ছেদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

স্বরধ্বনির আলোচনায় দেখা গেছে বাংলার মৌলিক বা সরল (simple) স্বরধ্বনি রয়েছে আটটি এবং যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনি (diphthong) রয়েছে নিয়মিত আঠারটি এবং অনিয়মিত গোটা বার। এদের প্রত্যেকটিই শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্তে সমানভাবে ব্যবহৃত হয় কি না এবং হলে তাদের উচ্চারণে কোনো তারতম্য লক্ষ্য করা যায় কি না তা অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাক।

স্বরধ্বনির ব্যবহার

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
'ই'	ইট (it)	অনিচ্ছা (aniccha)	পতি (poti)
'এ'	এর (er)	কলেবর (kɔlebɔr)	মেয়ে (meye)
'এ্যা'	এ্যাক (æk)	জ্ঞানী (gæni)	×[1]
'আ'	আজ (āj)	আষাঢ় (āsarh)	আশা (asha)
'অ'	অংশ (ɔngsho)	পথ (pɔth) মতো (mɔto)	×[2]
'ও'	ওরা (orā) ওঝা (ojhā)	কোন্ (kon) ধোপা (dhopā)	কতো (kɔto) সত্য (sotto)

১। কন্যা, বন্যা, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দের চলিত উচ্চারণে শেষের স্বরধ্বনিটি 'আ' রূপে উচ্চারিত হয়, এ্যা নয়। কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণে কোথাও konnyæ ,bonnyæ, sondhyæ প্রভৃতি শব্দে 'এ্যা' শোনা যায়।

২। বাংলায় প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি হচ্ছে 'অ'। শব্দ শেষে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে এটি উচ্চারিত হয় না। সাধারণত 'ও' তে পরিণত হয়ে যায়। উড়িয়াতে এখনও এ অবস্থায় 'অ' উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ আছে। কতকগুলো যুক্তধ্বনির সঙ্গে যেমন রক্ত, ভক্ত, অনুস্বার ও বিসর্গের পরে যেমন হংস, মাংস, দুঃখ, ঋকারের পরে যেমন বৃষ, তৃণ, কৃত, ঐকারের পরে যেমন শৈল, হৈম, নৈশ প্রভৃতি শব্দে অন্ত্য 'অ' উচ্চারিত হোত কিন্তু এ সব শব্দের অন্ত্য 'অ' ও 'ও' তে পরিণত হয়েছে।

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
অভিশ্রুত ও'[৩]	অ'ন্য (onno) +	ব'ন্য (bonno) +	×[৩]
'উ'	উদর (udɔr)	কামুক (kamuk)	ঊঁচু (ũcu)
	উঠান (uthān)	জুয়া (juā)	ডাকু (dāku)

বাংলায় মূল স্বরধ্বনি হিসেবে কোনো দীর্ঘস্বর নেই। কোনো শব্দের কোনো অক্ষর বা সিলেবলকে অর্থের দিক দিয়ে গুরুত্ব দিতে হলে উক্ত অক্ষর-নির্ভর স্বরধ্বনি সাময়িকভাবে দীর্ঘ হ'তে পারে। কিন্তু শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষর (ultimate syllable) এর স্বরধ্বনিটিই দীর্ঘতম হয়। এ কারণে 'আজ', 'কাল', 'যা', তা' প্রভৃতি একাক্ষরিক (monosyllabic) শব্দের স্বরধ্বনিও বাংলার উচ্চারণগত প্রকৃতি অনুযায়ী দীর্ঘ অথচ একই স্বরধ্বনি একাধিক অক্ষর (poly syllable) বিশিষ্ট শব্দে ব্যবহৃত হলে শেষের অক্ষর থেকে শুরু ক'রে প্রথম অক্ষরে আসতে লেগে উল্টোপথে হিসেব করলে দেখা যায় তার কালপরিমাণগত দিক থেকে আনুপাতিক হ্রস্বতা লাভ করে। আর প্রথম অক্ষর থেকে শুরু ক'রে শেষ অক্ষরের হিসেব নিলে দেখা যায় উক্ত স্বরধ্বনিগুলোর পরিমাণ (quantity) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে শেষেরটিতে দীর্ঘতম হয়। এ জন্যে বাংলার স্বরধ্বনির দীর্ঘতা phonemic বা মূলধ্বনিগত নয় বরং phonetic বা উচ্চারণগত। শব্দের বিভিন্ন স্থানে একই স্বরধ্বনির ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো তাতে উচ্চারণের যে তারতম্য আমরা লক্ষ্য করি তা বিশেষভাবে পরিমাণগত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অর্থের দিক দিয়ে stress বা প্রস্বনজাত দৃঢ় (tense) কিংবা কোমল (lax)। এ ছাড়া শব্দের বিভিন্নস্থানে বাংলায় একই স্বরধ্বনির ব্যবহারের উচ্চারণগত অন্য কোনো তারতম্য বা পার্থক্য সহসা শ্রুতিগ্রাহ্য হয় না।

বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ Phonemic নয়, phonetic

৩। অন্যান্য স্বরধ্বনির তুলনায় অভিশ্রুত ও'র ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

বাংলার নিয়মিত ও অনিয়মিত diphthong তথা যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনি শব্দের মধ্যে কি ভাবে ব্যবহৃত হয় দেখা যাক ঃ—

নিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনি

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ই-ই্	×	দিই্ (d͡i-i)	×
		নিই্ (n͡i-i)	×
ইউ্	(ইউ্সুফ, ইউনুস—আরবী নামে, খাঁটি বাংলা শব্দে নয়)	পিউ্ (piu)	×
		শিউ্লি (shiuli)	×
এই্	এই্	খেই্ সেই (khei, shei)	×
এও্	×	দেও্ (deo)	×
		ফেও্ (pheo)	×
এউ্	×	ঘেউ্ ঘেউ্ (gheu gheu)	×
এ্যাও্	×	দ্যাও্ (dæo), ন্যাও্ (næo)	×
এ্যায়্	×	ন্যায়্ (næy), দ্যায় (dæy)	×
আই্	×	গাই্ (gai), যাই্ (jai)	×
আয়্	আয় (ay)	গায়্ (gay), যায় (jay)	×
আও্	×	খাও্ (khao), গাও্ (gao)	×
আউ	×	দাউ্ দাউ্ (dau dau)	×
অয়্	×	নয় (nay), ভয় (bhay)	×
অও্	×	নও্ (nao), রও (rao)	×
ও-ও্	×	শোও্ (sh͡o-o) থোও, (th͡o-o)	×
ওউ্ (ঔ)	ঔরস (ourash)	বউ্ (bou) মৌ (mou)	×
	ঔৎসুক্য (outsukko)	গৌরব (gonrab)	×
ওই্ (ঐ)	ঐক্য (oikko)	কৈ (koi), খই্ (khoi)	×
	ঐতিহ্য (oitijjho)	ভৈরব (bhoirab)	×

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ওয়্.	×	ধোয় (dhoy)	×
	×	শোয় (shoy)	×
উই্	উই (ui)	রুই্ (rui)	×
	×	পুঁই্ (pui)	×

দুইটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি এসে একাক্ষর তৈরী করলেই সাধারণত যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। একাক্ষরতা যৌগিক স্বরধ্বনির যেমন প্রধান বৈশিষ্ট্য তেমনি প্রথম স্বরধ্বনিটি মুখবিবরে তার উচ্চারণ স্থানে গঠিত হ'তে না হ'তেই তার উচ্চারকদের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটীর দিকে দ্রুত movement বা এগিয়ে যাওয়াও তার অন্যতম শর্ত। প্রথম স্বরধ্বনিটির উচ্চারকদের এহেন পিচ্ছিল (gliding) প্রক্রিয়ার সাহায্যে দ্বৈতস্বরধ্বনির উৎপত্তি হয় ব'লে শব্দের মধ্যেই তাদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকে। দুই স্বরধ্বনি মিলে দ্বৈতস্বরধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণে এ ধরণের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া থাকার জন্যেই শুধু বাংলাতে কেন সম্ভবত কোনো ভাষাতেই এ ধ্বনি শব্দের শেষে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। প্রত্যেকটি দ্বৈতস্বরধ্বনির দ্বিতীয় উপাদান তথা দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির ব্যবহার (function) ও উচ্চারণ হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো, সেজন্যে আপাতদৃষ্টিতে সেই্ বই্ যায়্ বউ্ প্রভৃতি একাক্ষরিক শব্দের শেষে স্বরধ্বনি দেখা গেলেও এবং ঔরস, ঐক্য, এই্, আয়্, ওই্, উই্ প্রভৃতি শব্দের প্রথমে তাদের ব্যঞ্জনধ্বনিমুক্ত ব্যবহার হলেও দ্বৈতস্বরধ্বনির সংজ্ঞানুযায়ী তার পিচ্ছিল (gliding) অনুরণন শোনা যাবে শব্দের মাঝখানেই, তার আদিতে কিংবা অন্তে নয়।

Diphthong বা দ্বৈতস্বরধ্বনির ব্যবহার : আদিতে ও অন্ত্যে না মধ্যে ?

দ্বৈতস্বরের শেষ স্বরটির উচ্চারণ হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো বলেই তা closed syllable তথা বদ্ধাক্ষর বা যুগ্মধ্বনির সৃষ্টি করে। দ্বৈতস্বর একাক্ষরিক (monosyllabic) হওয়ার জন্যে তার প্রথম স্বরধ্বনিটি যেমন দীর্ঘ হয় তেমনি

দ্বৈতস্বরের শেষ ধ্বনিটির স্বরূপ (function) ব্যঞ্জনান্তিক অথচ মুক্ততর।

তার দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্রভাবে কিংবা শব্দের মধ্যে তার নিজস্বরূপে উচ্চারিত হ'লে যেমন পূর্ণতা পায় এখানে সেভাবে পূর্ণতা লাভ করে না। অন্য কথায় দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি নয়। সেজন্যে কখনও কখনও তা মুক্ততর উচ্চারণ পায় (তুলনীয় শোও্, ফাও্, আয়্, গাই্ প্রভৃতি)। ক্ষেত্রবিশেষে তার যৌগিক রূপকে ভেঙে দিয়ে নিশ্বাসের দুই স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারণ করলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির উপর নিশ্বাসের পূর্ণচাপ পড়ায় সেটি সংবৃত স্বরধ্বনি হ'লে অধিকতর সংবৃত হয় এবং উচ্চারকদের মাংসপেশী নিপিষ্ট হওয়ার জন্যে tense বা পীড়িতও কম হয় না। (তুলনীয় তুমি' যা—ই' বল না কেন ইত্যাদি)।

'ইয়ে' (পিয়ে, নিয়ে), 'ইয়া' (মিয়া, ইয়ার), 'ইয়ো' (প্রিয়ো, প্রিও, নিও) 'এয়া' (খেয়া, কেয়া), 'এয়ো' (খেয়ো, যেও) 'এ্যায়া' (ছ্যায়া, ন্যায়া), 'অয়া' (নয়া, সয়া), 'ওয়া' (মোয়া, পোয়া), 'ওয়ে' (কয়ে, সয়ে), 'উয়ে' (নুয়ে, রুয়ে), 'উয়া' (নুয়া, পুয়া), 'উয়ো' (রুয়ো, থুয়ো) এ বারটি দ্বিস্বরধ্বনিকে অনিয়মিত (irregular) যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনি বলা হয়। অনিয়মিত এ জন্যে যে এদের গঠন প্রকৃতিই এমন যে স্বাভাবিক বা সতর্কভাবে উচ্চারণ করতে গেলেই এরা দ্বৈতস্বরধ্বনি থাকে না। নিশ্বাসের দুটি স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হ'য়ে যায় দেখে ওদের দ্বিস্বরতা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে ওরা সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে দ্বিস্বরধ্বনি রূপেই উচ্চারিত হয়। এরকম ক্ষেত্রে প্রথম স্বরধ্বনিটি মুখবিবরে তাদের উচ্চারণস্থানে উচ্চারিত হ'তে না হ'তেই পিচ্ছিল হ'য়ে ওঠে আর দ্বিতীয়টি নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেকটা অস্পষ্ট (blurred) হ'য়ে যায়। অনর্গল ধ্বনিস্রোতের মধ্যে এ ধরণের উচ্চারণের প্রক্রিয়াটি যতটা অনুভূতিসাপেক্ষ ততটা বর্ণনীয় নয়। এ সব ক্ষেত্রে আপাত বিবৃত দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি প্রথমটির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে বাগধ্বনির স্রোততরঙ্গের মধ্যে পড়ে এক-প্রাণসম্ভূত হয়ে যায়। সে কারণেই এ সব পরিবেশে অনুরূপ উচ্চারণ পেলেই তারা দ্বৈতস্বরধ্বনির পর্যায়ভুক্ত হয় এবং উক্ত সংজ্ঞা লাভ করে।

এ রকমটি যে হয় আমরা তার বড়ো প্রমাণ পাই কবিতার ছন্দ মেলাতে গিয়ে। ছন্দ যে শ্রুতিগ্রাহ্য, বর্ণভিত্তিক বা চক্ষুগ্রাহ্য নয় ধ্বনির উচ্চারণগত বিশ্লেষণ তা প্রমাণের বড়ো সহায়ক। বর্ণ (letter) বা হরফ ধ্বনির প্রতীক ব'লে চোখে আমরা যে সব বর্ণ দেখি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করতে গেলে হয়তো তার প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত একটি ধ্বনি আমরা পাবো কিন্তু একটি বাক্য, চরণ বা পংক্তি যে সব হরফের সাহায্যে লেখা হয় তাদের একটানা সামগ্রিক উচ্চারণ করতে গেলে এক একটি হরফের অন্তর্নিহিত ধ্বনি তার পার্শ্ববর্তী হরফের ধ্বনির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে কি ভাবে যে উচ্চারিত হয় তার সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। তাই 'ইয়ে' (বিয়ে, ছ'ড়িয়ে, বে'রিয়ে, দিয়ে), 'এয়া' (খেয়া, দেয়া), 'ইয়া' (পা'পিয়া, গিয়া) প্রভৃতির শ্রুতিবিচারে এগুলো একমাত্রিক না দ্বিমাত্রিক এ নিয়ে ছান্দসিকদের মধ্যে মতান্তর কম হ'তে দেখা যায় না। বর্ণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে এগুলো দ্বিমাত্রিকই কিন্তু শ্রুতির বিচারে দেখা যায় সময়ে সময়ে বিশেষ করে স্বরবৃত্ত ছন্দে এরা একমাত্রিক এবং একমাত্রা ধ'রে হিসেব করলে কবিতার চরণ বিশেষে এরা ছন্দের সমতা রক্ষা করে। যেখানে এমনটি হয় সেখানে বুঝতে হবে এগুলো সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে যৌগিক স্বরধ্বনির হিসেবেই উচ্চারিত হয়েছে। হরফ গণনা করে নয়, বরঞ্চ শ্রুতিবিচারে কবি, ছান্দসিক ও ধ্বনিবৈজ্ঞানিকের কানই এখানে ধ্বনি-বিশ্লেষণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন এবং এ কথাও সত্য যে অনিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনিগুলো দ্বৈতস্বর হিসেবে ব্যবহৃত হলেই তাদের মধ্যবর্তী অর্ধস্বর-জনিত পিচ্ছিল (glide) ধ্বনিও স্বতোৎসারিত হবে।

অনিয়মিত দ্বৈতস্বরের ব্যবহার এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে তাদের যথার্থ দ্বৈতস্বরজনিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ

বাংলার অর্ধস্বর সম্পর্কে স্বরধ্বনি-পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। অন্তঃস্থ 'য়' (y) এবং অন্তঃস্থ 'ব' (w) ই বাংলার প্রধান অর্ধস্বর। পাশাশাশি অবস্থিত 'ই' এবং 'উ' কিংবা 'ই' এবং 'আ', কিংবা 'ই' এবং 'এ' প্রভৃতি স্বরধ্বনির মাঝখানে 'ই' (j) জাতীয় একটি অর্ধস্বরধ্বনির কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ শ্রুতধ্বনিটির

অর্ধস্বরধ্বনির ব্যবহার

সূক্ষ্মতার জন্যে বাংলায় এর অস্তিত্ব অনেক সময় তর্কসাপেক্ষ ব'লে মনে হয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি হিসেবে অর্ধস্বরধ্বনিগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কথা জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌লে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বিশেষভাবে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে এরা পিচ্ছিল ধ্বনিরূপে উত্থিত হয়। এ কারণে শব্দের গোড়াতে যেমন এদের দেখা যায়না তেমনি শব্দের ভেতরে কিংবা বাক-প্রবাহে (speech-stream) দুই শব্দের মাঝখানে উত্থিত ক্ষেত্রগুলিতে এদের স্বরূপ নির্ণয় করাও দুরূহ হ'য়ে ওঠে। এবারে এদের ব্যবহার এবং উচ্চারণের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করা যাক।

অর্ধস্বর অন্তঃস্থ 'য়' এর ব্যবহার ও উচ্চারণ

(অ) সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান থেকে তথা জিভের সামনের ভাগ থেকে উত্থিত আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) পিচ্ছিল (glide) ধ্বনি হিসেবে অন্তঃস্থ 'য়' অর্ধস্বরের ব্যবহারের উদাহরণ :—

(১) 'ই' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—গিয়ে (giye), নিয়ে (niye), প্রিয়ে (priye), ঝিয়ের (jhiyer) ইত্যাদি।

(২) 'ই' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন :—মিয়া (miya), প্রিয়া (priya), দিয়া (diya), খাইয়া (khaiya), শুইয়া (shuia), দেখিয়া (dekhiya), বলিয়া (boliya) ইত্যাদি।

(৩) 'ই' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন :—প্রিও (priyo), দিয়ো (diyo), নিয়ো (niyo), রমণীয় (rɔmoniyo), নিয়ম (niyom), শিয়র (shiyor), স্বর্গীয় (shorgiyo) ইত্যাদি।

(৪) 'এ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—মেয়ে (meye), মেয়ের (meyer), নেয়ে (neye), খেয়েদেয়ে (kheye-deye) ইত্যাদি।

(৫) 'এ' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন : --খেয়া (kheya), খেয়াল (kheyal), শেয়াল (sheyal) ইত্যাদি।

(৬) 'এ' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন :—যেও (jeyo), খেয়ো (kheyo), দেয় (deyo), ধেয় (dheyo) ইত্যাদি।

(৭) 'আ' এবং 'ই'র মধ্যে যেমন:—অমায়িক (amɔyik), দায়ী (dayi), দায়িনী (dayini) ইত্যাদি।

(৮) 'আ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন:—আয়ের (ayer), মায়ের (mayer), আয়েশ (ayesh) ইত্যাদি।

(৯) 'আ' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন:—মায়া (maya), ছায়া (chaya), আয়া (aya), মা-আমার (mayamar) ইত্যাদি।

(১০) 'আ এবং 'ও'র মধ্যে যেমন:—আয়োজন (ayojon) ইত্যাদি।

(১১) 'অ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন:—বয়েস (bɔyesh), কয়েদ (kɔyed), বয়েৎ (bɔyet) ইত্যাদি।

(১২) 'আ' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন:—দয়া (dɔya), জয়া (jɔya), নয়া (nɔya) ইত্যাদি।

(১৩) 'অ' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন:—শয়ন (shɔyon), বয়ন (bɔyon), নয়ন (nɔyon), চয়ন (cɔyon), বয়স (bɔyosh) ইত্যাদি।

(১৪) 'ও' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন:—বয়ে (boye), রয়ে (roye), রয়ে সয়ে (roye-shoye) ইত্যাদি।

(১৫) 'ও' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন:—প্রয়োজন (proyojon), প্রয়োগ (proyog) ইত্যাদি।

(১৬) 'উ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন:—থুয়ে (thuye), রুয়ে (ruye), শুয়ে (shuye) ইত্যাদি।

(আ) 'য়' অর্ধস্বরটির দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহার হয় 'এ্যায়,' 'আয়্,' 'অয়্', এবং 'ওয়্' এ চারটি দ্বৈত (diphthong) স্বরের শেষধ্বনি হিসেবে। দ্বৈতস্বরের প্রথম স্বরধ্বনিটির উচ্চারণে তার জিভের অবস্থান, উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোঁটের অবস্থা নির্দিষ্ট থাকে ব'লে স্বতন্ত্রধ্বনি হিসেবেই সে বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু দ্বৈতস্বরধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনিটি স্বরূপে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠবার আগেই জিহ্বার গতি (movement) নিঃশেষিত হ'য়ে যায় ব'লে সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি নয়।

এ্যায়্ (দ্যায়্, হ্যায়্ প্রভৃতি শব্দে), আয়্ (খায়্, যায়্, কায়্দা প্রভৃতি শব্দে), অয়্ (হয়্, জয়্, নয়্, বিষয়্, পয়্দা, পয়্সা, সময়্, প্রভৃতি শব্দে) এবং ওয়্ (শোয়্ ধোয়্, শুধোয়্ প্রভৃতি শব্দে) এ দ্বৈতস্বরধ্বনি চারটির দ্বিতীয় ধ্বনিটির উচ্চারণে জিভ অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ'র দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই দ্বৈতস্বরধ্বনি হিসেবে তারা পূর্ণ হ'য়ে যায় ব'লে তাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বরধ্বনি 'এ'ও গঠিত হয়না। এ দ্বৈতস্বরধ্বনি ক'টির দ্বিতীয় ধ্বনিটির উচ্চারণ সেজন্যে অপেক্ষাকৃত মুক্ততর 'এ'র মতো। এসব ক্ষেত্রে অর্ধস্বর অন্তঃস্থ 'য়' শ্রুতির যে উচ্চারণ তা যথার্থ 'এ' ধ্বনি না হলেও অনেকটা 'এ'র কাছাকাছি। নীচের diagram এ জিভের গতিপ্রকৃতি থেকে এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে ঃ—

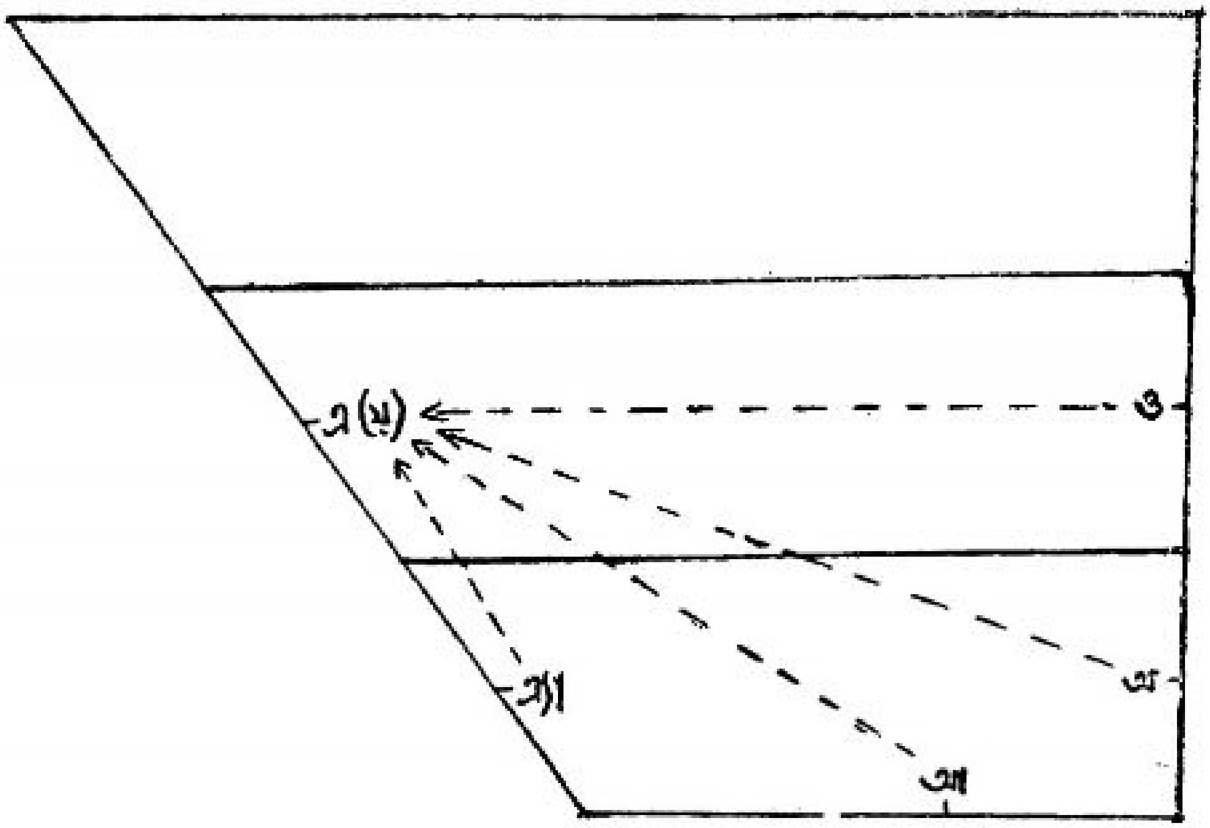

অন্তঃস্থ 'য়' অর্ধস্বর ঘটিত দ্বৈতস্বর চারটির উচ্চারণে জিহ্বার গতির চিত্র।

(ই) চেয়ার (ceyar), কেয়ার (keyar), পেয়ালা (peyala), পেয়ারা (peyara), পিয়ারী (piyari) প্রভৃতি কতকগুলো কৃতঋণ শব্দে অন্তঃস্থ 'য়' অর্ধস্বরটি স্বাভাবিক আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) পিচ্ছিল (glide) ধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত

হয়। স্বাভাবিক উচ্চারণে 'চেয়ার', এবং 'কেয়ার' জাতীয় শব্দ দুই সিলেবলে এবং 'পেয়ালা', 'পেয়ারা', 'পিয়ারী' প্রভৃতি শব্দ তিন সিলেবলে বিভক্ত হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কিংবা দ্রুত উচ্চারণে এ সব শব্দের 'য়' শ্রুতির পূর্ণ উচ্চারণ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে একদিকে যেমন 'চ্যার', 'ক্যার', 'প্যালা' 'প্যারা' 'প্যারী' রূপে উচ্চারিত হতে পারে অন্যদিকে তেমনি 'য়' শ্রুতির ক্ষীণতম আভাসও রক্ষিত হ'তে পারে। এ রকম হ'লে 'চ্যার', 'ক্যার' দু অক্ষরের পরিবর্তে একাক্ষরিক এবং 'প্যালা', 'প্যারা', 'প্যারী' প্রভৃতি তিন অক্ষরের পরিবর্তে দ্ব্যক্ষরিক (disyllabic) উচ্চারণ পাবে। 'য়' শ্রুতির ক্ষীণতম আংশিক উচ্চারণের সামগ্রিক (prosodic) রূপকে গাণিতিক হিসেবে ce̗ʸar, ke̗ʸar, pe̗ʸala, pe̗ʸara, pæ̗ʸri জাতীয় ভংগীতে, দেখানো যেতে পারে।

বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ ব নামে একটি হরফ আছে অথচ বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব হরফ দুটির ধ্বনিতাত্ত্বিক কোনো পার্থক্য নেই। বাংলা বানানে যেমন এ দুই ব এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না, তেমনি ধ্বনিগত দিক থেকেও এদের কোনো পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তা না হোক ধ্বনিহিসেবে বাংলায় অন্তঃস্থ ব (w) এর অস্তিত্ব আছে। 'উ' এবং 'ও' জিভের

অর্ধস্বর অন্তঃস্থ 'ব' এর ব্যবহার ও উচ্চারণ

উচ্চতার দিক থেকে যথাক্রমে সংবৃত এবং অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (back vowel)। এদের উচ্চারণে ঠোঁট পরিমাণ মতো গোলাকৃতি লাভ করে। 'উ', 'ও', 'অ' এ তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে পশ্চাৎ তালুর দিকে জিভের পেছনের ভাগ যেমন পরিমাণ মতো ওঠানামা ক'রে তেমনি ঠোঁটও পরিমাণমতো গোলাকৃতি লাভ করে দেখে মুখ গহ্বরে এ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে গাঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। 'ও' এবং 'আ', 'উ' এবং 'আ' প্রভৃতি পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনির মাঝখানে এ ব্যঞ্জনা স্থানবাচকতা এবং ওষ্ঠ্যতাগুণের জন্যে 'ব্' (w) শ্রুতিরূপে নিঃসরিত হয়। এ ধ্বনি তাই কখনও ঘর্ষণজাত ঘোষ ওষ্ঠ্য (Bilabial voiced fricative) এবং দ্রুত কথোপকথনে কখনও ঘর্ষণহীন প্রলম্বিত ঘোষ ওষ্ঠ্য অর্ধস্বর (Bilabial frictionless voiced continuant) রূপে উচ্চারিত হয়।

অন্য কথায় পাশাপাশি অবস্থিত এ ধরণের দুটো স্বরধ্বনির মাঝখানে ঠোঁটের গোলাকৃতি চলতাগতির মধ্যে প'ড়ে এ অর্ধস্বর ধ্বনিটি উত্থিত হয়। নোয়া (nowa), মোয়া (mowa), পোয়া (powa), শোয়া (showa), থোয়া (thowa), কুয়া (kuwa), পুয়া (puwa), শুয়া (shuwa), বউ এর (bower), হাওয়া (hawa), খাওয়া (khawa), ওয়ালা (owala), দেওয়ালি (dewali), দেওয়া (dæwa), মেওয়া (mæwa), হয়েও (howeyo), হেঁইয়ো (h$\tilde{e}$iwo), নুয়ায় (nuway) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের শ্রুতিবাচকতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এদের উচ্চারণের সময় ঠোঁটের গতি (movement)র স্বরূপ অনুধাবন করার চেষ্টা করলেই অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতির গম্ভীর ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যাবে। এ ভাবে এ শ্রুতধ্বনিটির রসোপলব্ধি করতে পারলে দেখা যাবে শব্দের মধ্যেকার কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন শ্রুতধ্বনি হিসেবেই নয় বরং সমগ্র শব্দটিতেই এর জন্যে একটা ওষ্ঠ্যতা (labiality) এবং পশ্চাত্তালুগত (velarity) গুণ প্রলম্বিত হ'য়ে গেছে। শব্দের মধ্যেকার এ সামগ্রিক উচ্চারণ মাধুর্যকে গাণিতিক হিসাব মতে হাওয়া ($ha\underline{^{w}}a$), মোয়া ($mo\underline{^{w}}a$), হয়েও ($ho^{w}eyo$) প্রভৃতি ধরণের লেখনপদ্ধতির মাধ্যমে 'ব' (w) শ্রুতির সামগ্রিক ছন্দে তথা 'w' prosodyতে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'ই' (j) জাতীয় অর্ধস্বরধ্বনিটির অস্তিত্ব বাংলায় স্বীকার ক'রে নিলে 'ই' এবং 'উ', 'ই' এবং 'ই', 'ই' এবং 'আ' প্রভৃতি সম্মুখ স্বর (front vowel) ধ্বনিগুলোর মাঝখানে শিউলি (shijuli), প্রিয়া (prija), দি-ই (diji), নিই (niji), প্রভৃতি শব্দে স্বতোৎসারিত পিচ্ছিল (gliding) অনুরণন শোনা যেতে পারে।

অর্ধস্বর যে প্রধানত শ্রুতধ্বনি (glide), ভাষার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পন্ন মূলধ্বনি (phoneme) নয় এবং দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ফাঁক (hiatus) পূরণ ক'রে ধ্বনির স্রোতকে অব্যাহত রাখার জন্যেই যে এদের উদ্ভব এ আলোচনা থেকে আশা করি এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে।

কোনো একটি ধ্বনিগুণ ধ্বনিস্রোতের মধ্যে প'ড়ে একটি মূলধ্বনিকে অতিক্রম ক'রে কিভাবে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ধ্বনিকে সংক্রামিত করে বাক প্রবাহ (connected speech) অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

এখানে শব্দের মধ্যে অনুনাসিক স্বরধ্বনি কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় সেদিকে কিছু আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করি। ধ্বনির উৎপাদন দিক

স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার স্বরূপ ও ব্যবহার

থেকে বাংলায় দুই ভাবে স্বরধ্বনির সৃষ্টি হ'তে দেখা যায়। তার এক রকম মৌখিক বা oral vowel, অন্য রকম nasalized vowel বা অনুনাসিক স্বরধ্বনি। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়া অন্য যে কোনো প্রকার স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে নরম তালু ফুস্‌ফুস্ তাড়িত বাতাসের চাপে উপরে উঠে গিয়ে নাসাপথ বন্ধ ক'রে দেয়। একমাত্র নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণে নরম তালু ঝুলে পড়ায় উন্মুক্ত নাসাপথ দিয়ে বাতাস বের হ'য়ে যেতে পারে। অনুনাসিক স্বরধ্বনির বেলায় নরম তালু না-উঁচু, না-নীচু পর্যায়ে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে ব'লে ফুস্‌ফুস্ তাড়িত বাতাস সমান ভাবে মুখ ও নাসাপথে বের হ'তে পারে। সেজন্যে এসব ধ্বনি মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনা পায়। ধ্বনি উৎপাদনের দিক থেকে এ প্রকারের উচ্চারণ কিছুটা কষ্টসাধ্য এবং অস্বস্তিজনক। বাংলার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনি অনুনাসিক ভাবে উচ্চারিত হ'লেও তাই দেখা যায় বিবৃত (open) স্বরধ্বনিগুলোই আনুপাতিক হারে অধিকতর অনুনাসিকতা লাভ করে। বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভকে বিশেষভাবে উঁচু করা হয়না, মুখবিবরে সাধারণত স্বাভাবিক পর্যায়ে অনাড়ষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত নীচু ভাবে রাখা হয়। ফলে নরম তালু অনুনাসিক উচ্চারণে না-উঁচু, না-নীচু এমন মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করতে পারে। এ কারণে আনুপাতিক হার কসলে দেখা যায় 'আ' এবং 'ও' স্বরধ্বনি দুটোই বাংলায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শব্দে পার্শ্ববর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াই সরাসরি অনুনাসিকতা লাভ করেছে। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে নাসাপথে বাতাস বের হয় ব'লে তার পরবর্তী এবং অংশত পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতেও

নাসিক্য অনুরণন সংক্রামিত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মৌখিক (oral vowel) স্বরধ্বনির বিপরীত—স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি (independent nasalized vowel) এর উচ্চারণগত প্রক্রিয়ার জন্যে বিবৃত স্বরধ্বনিগুলোতেই যেমন অধিক পরিমাণে তার প্রভাব পড়ে তেমনি প্রধানত বাংলা শব্দের গোড়াতে অর্থাৎ প্রথম অক্ষরে (syllable)ই তার বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনির উৎপাদন তার উচ্চারকদের পক্ষে কিছুটা অস্বস্তিকর বলে এক কিংবা বহু অক্ষর (Syllable) বিশিষ্ট শব্দের গোড়ার অক্ষরে তাকে যত সহজে লীলায়িত হতে দেখা যায়, শব্দের পরবর্তী অক্ষরগুলোতে তার পক্ষে এতটা সম্ভব হয় না। এ কারণে বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বরধ্বনিতে স্বতন্ত্র অনুনাসিকতার বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করি। খাঁ, বাঁ, গোঁ, আঁষ, বাঁশ, চাঁদ, ফাঁদ, এঁর, ওঁর, ছিঁট, পুঁথি, হাঁসপাতাল, খোঁপ গোঁপ, ঝিঁক, টিঁপ, প্রভৃতি শব্দ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলার দ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিতীয় কিংবা শেষ অক্ষরের স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতার প্রচলন লক্ষ্য করবার মতো। এ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো মূলত একাক্ষরিক অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন এবং একটি স্বরধ্বনি সৃষ্ট; তাছাড়া দ্বিতীয় অক্ষর (syllable) যে প্রথম অক্ষরেরই প্রসূত রূপ কিঁকিঁ, (kĩkĩ), চিঁচিঁ (cĩcĩ), ঝিঁঝিঁ (jhĩjhĩ), হিঁহিঁ (hĩhĩ), খাঁখাঁ (khã khã), ভাঁভাঁ (bhã bhã), ক্যাঁক্যাঁ (kæ̃kæ), চ্যাঁচ্যাঁ (cæ̃cæ̃), হেঁহেঁ (hẽhẽ), কোঁকোঁ, কুঁকুঁ, চোঁচোঁ, ঝেঁঝেঁ, শোঁশোঁ প্রভৃতি শব্দের গঠন-প্রকৃতি ও ব্যবহার বিধি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিছক উচ্চারণগত দিক থেকে আগগাঁ (আজ্ঞা), বিগ্‌গেঁ (বিজ্ঞ), অবগগাঁ (অবজ্ঞা), অগ্‌গাঁতো (অজ্ঞাত), রাগ্‌গীঁ (রাজ্ঞী), সম্রাগ্‌গীঁ (সম্রাজ্ঞী), মহাত্‌তাঁ (মহাত্মা), বিশ্‌শঁয় (বিস্ময়), রুক্‌কিনী (রুক্মিনী) প্রভৃতি কতকগুলো তৎসম শব্দের মধ্যাক্ষর এবং শেষাক্ষরে স্বতন্ত্রভাবে অনুনাসিক স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা যতটা না স্বতন্ত্র তারও চেয়ে বেশী বানানগত দিক থেকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি জাত। এ সব ক্ষেত্রে লেখনপদ্ধতি ও বানান ধ্বনিতে যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার

ধ্বনির স্বরূপ	ধ্বনি	শব্দের আদিতে	দুইস্বরের মধ্যে	অন্তে
অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'ক'	কালো (kālo)	চাকা (cākā)	চাক্ (cāk)
,,	'চ'	চাকা (cāka)	মাচা (mācā)	কাঁচ্ (kāc)
,,	'ট'	টাকা (ṭākā)	কাটা (kāṭā)	ঘাট্ (ghāt)
,,	'ত'	তাপ (tāp)	আতা (ātā)	সাত্ (sat)
,,	'প'	পার (pār)	মাপা (māpā)	পাপ্ (pāp)
ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'গ'	গাল (gāl)	রোগা (rogā)	রোগ (rog)
,,	'জ'	জাল (jāl)	মাজা (māja)	লাজ্ (lāj)
,,	'ড'	ডাক্ (dāk)	×*	×
,,	'দ'	দাগ (dāg)	গাদা (gādā)	স্বাদ্ (shād)
,,	'ব'	বাস (bāsh)	বাবা (bābā)	গাব্ (gāb)
অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'খ'	খাল (khāl)	শাখা (shākhā)	লাখ্ (lāk)
,,	'ছ'	ছবি (chobi)	কাছা (kāchā)	গাছ (gāc)
,,	'ঠ'	ঠক (thɔk)	কাঠা (kāthā)	কাঠ্ (kāt)
,,	'থ'	থাক (thāk)	মাথা (māthā)	কাথ্ (kāt)
,,	'ফ'	ফল (phɔl)	সফল (shɔphɔl)	লাফ্ (lāp)

* বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ 'সোডা'য় এ পরিবেশে অসংযুক্ত 'ড' পাওয়া যায় 'সুডৌল', ও 'সড়াক' এ দুইটি সমাস-নিষ্পন্ন শব্দে আন্তঃস্বরীয় 'ড' এর ব্যবহার দেখি। কোনো মৌলিক শব্দে এ পরিবেশে 'ড' পাওয়া যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

• ধ্বনির স্বরূপ	ধ্বনি	শব্দের আদিতে	দুইস্বরের মধ্যে	অন্তে
ঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'ঘ'	ঘড়ি (ghori)	অঘোষ (aghosho)	বাঘ্ (bāg)
,,	'ঝ'	ঝড় (jhɔr)	বাঁঝা (bājha)	সাঁঝ (shāj)
,,	'ঢ'	ঢাক্ (dhāk)	×	×
,,	'ধ'	ধাপ (dhāp)	গাধা (gādha)	সাধ (shād)
,,	'ভ'	ভালো (bhalo)	গভীর (gobhiı)	লাভ্ (lab)
নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'ন'	নাক (nāk)	নানা (nānā)	মান্ (mān)
	'ম'	মান (mān)	জামা (jāmā)	কাম্ (kām)
	'ঙ'	×	রঙীন (rangin)	রঙ্ (rang)
মহাপ্রাণ	'হ্ন'	×	চিহ্ন (chinnha)	×
	'হ্ম'	×	ব্রহ্ম (brɔmmoh)	×
পার্শ্বিক ধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'ল'	লতা (latā)	কলা (kalā)	মাল (māl)
মহাপ্রাণ	'হল' (ল্হ)	হ্লাদ (hlād)	আহ্লাদ (āllhad)	×
কম্পনজাতধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'র'	রাগ (rāg)	পরম (pɔrom)	অপর (ɔpor)
মহাপ্রাণ	'হ্র' (রহ্)	হ্রদ (rhad)	আহৃত (arhito)	×
তাড়নজাতধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'ড়'	×	পড়া (paʳa)	কাপড় (kapạṛ)
মহাপ্রাণ	'ঢ়'	×	দৃঢ় (driʳha)	আষাঢ় (āshāʳh)
শিসধ্বনি				
পশ্চাৎদন্তমূলীয়	'শ'	শাল (shāl)	আশা (āsha)	খাস (শ) (khāsh)
		(শ) স্বপন (shapan)	এসো (শ) (esho)	আঁষ (শ) (āsh)
		সনাক্ত (shanākto)	আষাঢ় (āshārh)	

ধ্বনির স্বরূপ	ধ্বনি	শব্দের আদিতে	তুইস্বরের মধ্যে	অন্তে
দন্তমূলীয়	'স'	×	*ইস্‌লাম (islam) মুস্‌লিম (Muslim)	x
স্বরতন্ত্রীজাত				
ঘোষ	'হ'	হাত (hāt)	সহিষ্ণু (shahishnu)	×
অঘোষ	ঃ ঃ	×	×	আহ্‌, আঃ (āḥ) উহ্‌ (উঃ) (uḥ)

উপরি উল্লিখিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির ব্যবহারগত দিক থেকে উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শব্দের আদিতে, তুইস্বরধ্বনির মধ্যে এবং শব্দের শেষে একই ব্যঞ্জনধ্বনি একই মানুষের মুখে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে পারে। একই ধ্বনি শব্দের আদিতে উচ্চারকদের যে পরিমাণ জায়গা দখল করে, শব্দের মধ্যে ও অন্তে তার তুলনায় কিছু কম কিংবা বেশী জায়গা নিতে পারে। শব্দের আদিতে যে ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকেরা দীর্ঘক্ষণ আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে তার তুলনায় সংঘবদ্ধতার কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। শব্দের শুরুতে যে ধ্বনির উচ্চারণে উচ্চারকদের মাংসপেশী দৃঢ়ভাব ধারণ করে, মধ্যে কিংবা অন্তে সে ধ্বনি উচ্চারণে তাদের অনুরূপ অবস্থা নাও থাকতে পারে। নিজের অনুভূতিকে ধ্বনিসম্পর্কিত গবেষণাগারে কৃত্রিম তালু এবং কাইমোগ্রাফ এবং স্পেকটোগ্রাফের সাহায্যে যাচাই করে এ সম্পর্কে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধ্বনির চুলচেরা বিশ্লেষণে ধ্বনি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং অনুভব শক্তির সাহায্যে একটি মানুষ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় গবেষণাগারের পরীক্ষা তা থেকে তাকে যে সব সময় দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তা নয় বরঞ্চ এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা এই যে গবেষণাগারের পরীক্ষা অনুভূতির পরিপূরক রূপেই কাজ করে। গবেষণাগারের অভাবে কান এবং অনুভূতিকে মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও

---

* এখানে 'স' এর স্বরবিহীন হলন্ত উচ্চারণ।

দেখা যাবে উল্লিখিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর সবকটিই শব্দের আদিতে পূর্ণতম এবং জোরালো (tense) উচ্চারণ পায় এবং উচ্চারকেরা তাদের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী এবং শব্দশেষে অবস্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী জায়গা জুড়ে থাকে। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সবচেয়ে দুর্বল (lax) উচ্চারণ হয় দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে। শব্দের শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার তুলনায় মাঝামাঝি উচ্চারণ পায় অর্থাৎ শব্দের শেষে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ শব্দের শুরুর ধ্বনিটির মতো তেমন জোরালো (tense) নয় কিন্তু দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তীটির মতো তত দুর্বলও (lax) নয়। ধ্বনি উচ্চারণে সময়ের পরিমাণগত দিক থেকে শব্দের শেষের অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম সময় নেয় এবং দুইস্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিটিই স্বল্পতম সময়ে উচ্চারিত হয়। আর প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণে শব্দান্তবর্তী ধ্বনির তুলনায় কিছু কম কিন্তু দুইস্বরের মধ্যবর্তী ধ্বনির তুলনায় কিছু বেশী সময় লাগে।

শব্দের প্রথমে ও দুই স্বরের মাঝখানে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের প্রথমে এবং দুই স্বরের মাঝখানে পুরোপুরি উচ্চারিত হয়। এ পরিবেশে তাদের অন্তর্নিহিত কিংবা পারিপার্শ্বিক স্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হয় ব'লে তারা পূর্ণভাবে মুক্ত উচ্চারণ পায়। শব্দের শেষে প্রকৃতি নির্বিশেষে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সবগুলোই হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে বটে তবু তাদের প্রকৃতি অনুসারে এ পরিবেশে কিছু কিছু পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যও যে লক্ষ্য না করা যায় তা নয়। অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো এ পরিবেশে হলন্ত উচ্চারণ পায় কিন্তু শব্দমধ্যবর্তী দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে অবস্থিত দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম স্পর্শধ্বনিটির মতো সম্পূর্ণভাবে অভিনিধানপ্রাপ্ত কিংবা পরিপূর্ণ অমুক্ত থাকে না। এ পরিবেশে অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত এবং হলন্তরূপে উচ্চারিত হবার পর উচ্চারকেরা উক্ত অবস্থায় স্বভাবতই দীর্ঘক্ষণের জন্য আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য তাদের সংবদ্ধ

শব্দান্তবর্তী অসংযুক্ত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

অবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যেতে হয়। ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা এ অবস্থাকে release বা মুক্তি নামে অভিহিত করতে চান। এ মুক্তি অবশ্য তার অন্তর্নিহিত বা পার্শ্বস্থিত স্বরধ্বনি সংযুক্ত নয়, সম্পূর্ণভাবেই স্বরধ্বনিবর্জিত।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায় প্রাচীন বাংলায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর ক্ষেত্রবিশেষে বর্তমান ছিল, পরে অবশ্য লোপ পেয়ে যায়। বাংলার 'হাত্', 'কাজ্' প্রভৃতি স্বরহীন ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলো উড়িয়াতে এখনও 'হাতঅ', 'কাজঅ' ভাবে কিছুটা স্বরান্ত উচ্চারণ রক্ষা করেছে। বাংলার এ ধরণের স্বরবর্জিত হলন্ত উচ্চারণের যে মুক্তি (release) তাকে ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা VC° (V স্বরধ্বনির চিহ্ন, C ব্যঞ্জনের চিহ্ন, $^{\circ}$ মুক্তির চিহ্ন) ভাবে চিহ্নিত করতে চান। শব্দান্তবর্তী অসংযুক্ত অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি হলন্ত বটে, তবে তা যে অভিনিধানপ্রাপ্ত নয়, তার তুলনায় কিছুটা পৃথক সেটুকু বোঝানোর জন্যেই তার ব্যাখায় কিছু স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হ'য়ে ওঠে।

শব্দান্তবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোও অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর মতোই হলন্ত উচ্চারণ পায় এবং তাদের মুক্তির স্বরূপও এদের মতো অভিন্ন। কিন্তু শব্দশেষে তাদের মহাপ্রাণতা সম্পূর্ণভাবে লোপ না পেলেও চার ভাগের তিন ভাগই লোপ পেয়ে যায়। হরফ যে সব সময় ধ্বনির সবটুকু প্রতিলিপি নয় এবং ধ্বনির গতি যে অব্যাহত, হরফের মতো স্থিতিশীল নয়, বাংলার শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর উচ্চারণই তার বড় প্রমাণ। শব্দের শেষে 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ,' 'ঘ,' 'ঝ,' 'ঢ', 'ধ', 'ভ', আমরা তো হরদম লিখছি কিন্তু এ পরিবেশে তাদের পূর্ণ মহাপ্রাণ উচ্চারণ যে রক্ষা করি না তা আমরা আর কজনই বা ভেবে দেখেছি। আমরা লিখি 'লাখ', 'মাছ', 'কাঠ', 'ক্বাথ্', 'লাফ্', 'বাঘ্', 'সাঁঝ্', 'সাধ্', 'লাভ্', কিন্তু এদের স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির মাঝামাঝি একটা কিছু উচ্চারণ করি। পূর্ণভাবে মহাপ্রাণতা রক্ষা করিনা আবার পুরোপুরি তাদের স্বল্পপ্রাণ প্রতিরূপটাও উচ্চারণ করিনা। শব্দান্তবর্তী

শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ।

মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর এ কালের ঝোঁক যে মহাপ্রাণতা হারানোর দিকে তা বেশ অনুভব করা যায়। তাই 'লাখ্' আমাদের কানে 'লাক্' এর মতো শোনায়, 'কাঠ্' অনেকটা 'কাট্' হয়ে যায়, 'মাছ্' প্রায় 'মাচ্'এ পরিণত হয়, 'লাফ্' দিবার বেলায় আমরা 'লাপ্' দিতে শুরু করি, 'বাঘ্' তার ভীষণতা হারিয়ে 'বাগ্' হ'তে বসে, 'লাভ্' আমাদের কানে 'লাব্' রূপে প্রতিভাত হয়। এখন এ পরিবেশে মহাপ্রাণতা হারানোর যে প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি অনতিকাল পরে ধ্বনির দিক দিয়ে তা আর প্রবণতায় সীমাবদ্ধ না থেকে অল্পপ্রাণতায় পর্যবসিত হবে। তখন হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা লিখবে কাট্, মাট্, মাচ্, লাব্, বাগ্, লাক্, ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাষা আলোচনায় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঠ', 'ঢ', 'থ', 'ধ' 'ফ', 'ভ', ভাষাবিকাশের পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ পালিতে তার স্পর্শতা হারিয়ে 'হ' হয়ে গেছে। তুলনীয় মধু > মহু, সাধু > সাহু ইত্যাদি। আরও পরবর্তী স্তরে 'হ'ও ক্ষেত্রবিশেষে মহাপ্রাণতা হারিয়ে শুধু তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। তুলনীয় মধু > মহু > মউ। রাধিকা > রাহিয়া > রাই ইত্যাদি। গাহি > গাই, যাহা > যা, তাহা > তা, তাহাদের > তাদের, বহে > বয়, মহাশয় > মশায় প্রভৃতি বহু শব্দের মধ্যবর্তী 'হ' লোপ আধুনিক বাংলার কথ্যরূপের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

দুই স্বরের মধ্যবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ হলন্ত ব্যঞ্জনগুলো আধুনিক বাংলায় যেখানে তাদের চার ভাগের তিনভাগ মহাপ্রাণতা হারিয়েছে দুইস্বরের মধ্যবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতাও সেখানে সম্পূর্ণভাবে অক্ষত নেই। ধ্বনির পরিবর্তন ব্যাপারে পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম বাংলা অনেকটা অগ্রগামী। 'কাঠাল', 'পাঁঠা' 'কাথা', 'মাথা', 'গাধা', 'বাঁঝা' ইত্যাদি শব্দে দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী এই মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর জোর যে পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে বেশ কিছু কমে গিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শব্দের

শুরুতে মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনির মহাপ্রাণতা যেখানে পূর্ণভাবে বিদ্যমান শব্দের ভেতরে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মহাপ্রাণ ধ্বনির পূর্ণ উচ্চারণ সেখানে অনেকখানি দুর্বল (lax)। এ রকম ক্ষেত্রে এদের মহাপ্রাণতা অন্তত চারভাগের পৌনে দুভাগই হ্রাস পেয়ে গেছে।

কোন একটি ভাষার উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় এক এক যুগে এ ধরণের এক এক রকম প্রবণতা (tendency) লক্ষ্য করা যায়। একটি ভাষার ইতিহাসে ধ্বনির কোন একটি বিশেষ প্রবণতা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে। তার পরবর্তী যুগে দেখা যায় এককালে যা ছিল প্রবণতা তা-ই একটা স্থির রূপ নিয়েছে। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান তখন আর প্রবণতা বিশ্লেষণ করে না, সে যুগের বিশেষ তথ্যোদঘাটন করে। একালের কথ্য বাংলায় আমরা মহাপ্রাণতা হ্রাসের যে প্রবণতা লক্ষ্য করছি সুদূর ভবিষ্যতে তা হয়ত তথ্যে পরিণত হবে।

স্পৃষ্টধ্বনির মতো শব্দশেষে 'শ্বাস্', 'আশ্,' 'গাল্'. পার্', 'গান', নাম', 'রাঙ্' প্রভৃতি শব্দে শিষধ্বনি (শ,স) তরলধ্বনি (ল,র) এবং নাসিক্যধ্বনিও (ন, ম, ঙ) স্বরধ্বনির স্বরবিহীন অবস্থায় হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে। কিন্তু তারা প্রলম্বিত ধ্বনি বলে তাদের স্বরহীনতা স্পর্শধ্বনিগুলোর মত তাদের উচ্চারণস্থানে তাদেরকে তেমন ভাবে আঁটকে দেয় না। তাদের উচ্চারকদের পরস্পর সংলগ্ন হবার পরে এবং পৃথক হবার পূর্বেই তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ লাভ করতে পারে। শব্দশেষে এদের উচ্চারণে এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির অ-স্পৃষ্ট (non plosive) প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই।

শব্দশেষের অ-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

এ পরিবেশের তাড়নজাত 'ড়, এবং 'ঢ়' ধ্বনির উচ্চারণও হলন্ত। এদের ধ্বনিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এমনি যে এদের উচ্চারকেরা পরস্পরকে স্পর্শ করার পর সেখানে কিছুক্ষণের জন্যও আবদ্ধ থাকতে পারেনা। জিভের ডগার উল্টো পিঠ দন্তমূলকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উছলে পড়ে দেখে 'বাড়্', 'ষাঁড়্,' 'মাড়', 'আষাঢ়', প্রভৃতি শব্দে এরা হলন্ত উচ্চারণ পেতে না পেতেই এদের

উচ্চারকেরা পৃথক হয়ে যায় বলে এদের হলন্ত উচ্চারণ এ পরিবেশের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মতো ধীরাশ্রয়ী নয় বরঞ্চ দ্রুত নিষ্পন্ন। মহাপ্রাণ 'ঢ়' এ পরিবেশের অন্যান্য মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতোই তার মহাপ্রাণতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে। এ কালের 'আষাঢ়' তাই মৃদু হয়ে'আষাড়' হতে চলেছে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার

'বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে শব্দমধ্যবর্তী দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির বিবিধ ব্যবহার এবং তাদের উচ্চারণ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দুই হরফের এহেন পাশাপাশি অবস্থান সাধারণ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরূপে প্রতিভাত হলেও ধ্বনি বিশ্লেষণে দেখা গেছে তারা অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বই আর কিছু নয়। সুতরাং এখানে তাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উক্ত পরিচ্ছেদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির গঠন প্রকৃতি, সংখ্যা এবং উচ্চারণপ্রক্রিয়া সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, এখানে শুধু তাদের ব্যবহার (distribution) বিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

সংযুক্ত ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের শেষে	
স্ক	স্কন্দ, স্কুল	×	×	
স্খ	স্খলন	×	×	
ষ্ট	'ষ্টেশন, ষ্টোভ	×	×	
স্ত	স্তব্ধ	×	গোস্ত্, দোস্ত্, বেহেশ্‌ত, জবরদস্ত্	বিদেশী ফাং শব্দ, বাংলা নয়।
স্থ	স্থবির, স্থান	×	×	
স্ন	স্নাত, স্নিগ্ধ	×	×	
স্প	স্পষ্ট	×	×	
স্ফ	স্ফুরণ, স্ফুরিত	×	×	
স্পৃ	স্পৃহা	×	×	
স্ত্র	স্ত্রী	×	×	

ঘর্ষণজাত ধ্বনিসংশ্লিষ্ট সংযুক্ত ধ্বনিগুলো শব্দের প্রথমে তাদের ধ্বনির cluster গত সংযুক্ততা রক্ষা করে কিন্তু শব্দের মাঝখানে দুই Syllable এ বিভক্ত হ'য়ে যাওয়ায় ধ্বনির পারম্পর্যগত উচ্চারণ পায় এবং নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসজাত সজোর ও সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করেনা বলে সংযুক্ত ধ্বনির সংজ্ঞানুসারে শব্দের মধ্যে তাদের ব্যবহারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তুলনীয় আস্/কারা, বিস্কুট (বিস/কুট,), অবস্থা (অবস/থা) প্রভৃতি শব্দ।

বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির এমনি এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে তা শব্দের শেষে কোন সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান সহ্য করেনা। ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি দু চারটি বিদেশী কৃতঋণ শব্দের শেষে যেখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আমরা লক্ষ্য করি সেখানেও বাংলার ধ্বনিপ্রকৃতি অনুসারে তার শেষে কোন না কোন প্রকারের স্বরধ্বনির আমদানী হয়। তাই মুসলমানেরা 'গোশ্‌ত্‌' এর জায়গায় 'গোশ্‌তঅ', 'দোস্ত' এর জায়গায় 'দোস্‌তঅ' উচ্চারণ করে থাকে। 'ব্যাঙ্ক্‌', 'ল্যাম্প্‌' প্রভৃতি শব্দ বোধ হয় তার ব্যতিক্রম কিন্তু ইংরেজী court এবং card আবার বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রকৃতি অনুসারে তাদের সংযুক্ততা হারিয়ে 'কোট' এবং 'কাড' এ পরিণত হয়েছে।

সংযুক্ত ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
ক্র (কৃ)	ক্রয়, ক্রিমি	আক্রোশ	×
	কৃষি	প্রকৃত	×
খ্র (খৃ)	খ্রীষ্টাব্দ	×	×
	খৃষ্ট		
গ্র (গৃ),	গ্রাম, গৃহ	আগ্রহ	×
		অনুগৃহীত	×
ঘ্র (ঘৃ)	ঘ্রাণ, ঘৃষ্ট	আঘ্রাণ	×
ছ্র (ছৃ)	×	কৃচ্ছ্র, উচ্ছৃঙ্খল	×
জ্র (জৃ)	জৃম্ভন	বজ্র	×
ট্র	ট্রাম, ট্রেন	(ইং) ×	×
ড্র	ড্রাম, ড্রেন, ড্রিল	(ইং) ×	×

•সংযুক্ত ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
ত্র (তৃ)	ত্রাণ, তৃণ	পুত্র, সতৃষ্ণ	×
থ্র (থৃ)	(থ্রু) (ইং)	×	×
দ্র (দৃ)	দ্রষ্টা, দৃষ্টি	ভদ্র, আদৃত	×
ধ্র (ধৃ)	ধ্রুব, ধৃত	বিধৃত	×
নৃ	নৃপ	অনৃত	×
প্র (পৃ)	প্রিয়, পৃক্ত	আপ্রাণ, সম্পৃক্ত	×
ফ্র (ফৃ)	ফ্রেম, ফ্রী (ইং)	×	×
ব্র (বৃ)	ব্রহ্ম, বৃষ্টি	অব্রাহ্মণ, আবৃত	×
ভ্র (ভৃ)	ভ্রান্তি, ভৃত্য	অভ্রান্ত, পরভৃত	×
ম্র (মৃ)	ম্রিয়মান, মৃত্যু	আম্র, অমৃত	×
শ্র (শৃ) [স্র]	শ্রম, শৃগাল	বিশ্রাম	×
	স্রষ্টা	বিস্মৃতি	
ক্ল	ক্লেশ	অক্লান্ত	×
গ্ল	গ্লানি, গ্লাস	×	×
প্ল	প্লাবন	আপ্লুত	×
ফ্ল	ফ্লানেল, ফ্ল্যাট (ইং)	×	×
ব্ল	ব্লাউজ (ইং)	×	×
ম্ল	ম্লেচ্ছ, ম্লান	অম্লান	×
শ্ল	শ্লেষ	বিশ্লিষ্ট	×

কম্পনজাত 'র' এবং পার্শ্বজাত 'ল' এর সাহায্যে বাংলায় উপরিউক্ত যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয় শব্দের আদিতে তারা একপ্রয়াস (one-effort) জাত যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। আর শব্দের মধ্যে তারা যে শুধু সংযুক্ততা রক্ষা করে তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রথম উপাদান (component)টি দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রবল দ্যোতনার সৃষ্টি করে। তুলনীয়—অক্লান্ত (অক্‌ক্লান্ত), বিধৃত (বিদ্‌ধৃত), আবৃত্তি (আব্‌বৃত্তি), আপ্লুত (আপ্‌প্লুত), ইত্যাদি।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated consonant) ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার

(ক) স্পৃষ্টধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
ক্‌ক	×	পক্ব (পক্ক) ছক্কা	
		বাক্য (বাক্‌কো)	×
কখ	×	সূক্ষ্ম (সূক্‌খোঁ)	×
		সখ্য (সক্‌খো)	×
গ্‌গ	×	শীগ্‌গীর,	×
		ভাগ্য (ভাগ্‌গো)	×
চ্‌চ	×	খচ্‌চর, উচ্চারণ	×
চছ	×	আচ্ছা, বচ্ছর	×
জ্‌জ	×	সজ্জা, শয্যা (শ'জ্জা)	×
		উজ্জ্বল (উজ্জল)	×
জ্‌ঝ	×	বাহ্য (বাজ্‌ঝো)	×
		সহ্য (সজ্‌ঝো)	×
ট্ট	×	অট্টালিকা, আট্‌টা	×
ড্‌ড	×	আড্‌ডা, বড্‌ডো	×
	×	বুড্‌ঢা (হিন্দী)	×
ত্‌ত	×	সত্য (সত্‌তো), বিত্ত	×
ত্থ	×	উত্থান, পথ্য (প'ত থো)	×
দ্দ	×	গদ্য (গ'দ্‌দো)	×
		অদ্য (ওদ্‌দো)	×
দ্ধ	x	বুদ্ধি, মধ্য (ম'দ্‌ধো)	x
পপ	x	গপ্প, খপ্পর	x
ব্‌ব	x	সব্‌বাই, জুব্‌বা	x
ব্‌ভ	x	গব্‌ভো (গর্ভ এর ভগ্ন উচ্চারণ)	x

(খ) শিস ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
শশ্	x	আশ্বাস (আশ্শাস)	x
		গ্রীষ্ম (গ্রীশ্শো)	
		বিস্ময় (বিশ্শঁয়)	
		বিস্বাদ (বিশ্শাদ)	

(গ) তরল ধ্বনি :—

(১) পার্শ্বজাত

ল্ল	x	আল্লা, বোল্লা	x
ল্লহ্	x	আহ্লাদ (আল্ল্হাদ)	x

(২) কম্পনজাত

র্র	x	হর্রা, ছর্রা	x
র্রহ্	x	বর্হ (বর্র্হ)	x

(ঘ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি :—

ন্ন	x	কান্না, পান্না	x
ন্নহ্	x	চিহ্ন, বহ্নি (চিন্ন্হ, বন্ন্হি)	x
ম্ম	x	সম্মান, আম্মা, কম্ম	x
ম্মহ্	x	ব্রহ্মা, (ব্রম্মহা)	x

বাংলার দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের মধ্যেই যে ব্যবহৃত হয়, প্রথমে কিংবা অন্তে নয় ওপরের তালিকা থেকে তা সুস্পষ্ট হবে। বলা বাহুল্য এগুলো homorganic বা সমস্থানজাত। শব্দমধ্যে তাদের অবস্থান দুই স্বরধ্বনির অন্তর্বর্তী পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্নস্থানজাত ব্যঞ্জনধ্বনির মতই এবং তাদের উচ্চারণও Sequential তথা পারম্পর্যগত। তবু তাদের প্রথম ধ্বনিটির সুদীর্ঘ এবং সজোর উচ্চারণই সমস্থানবর্তী অন্যান্য ধ্বনির তুলনায় তাদেরকে যথারীতি বিশিষ্টতা দান করেছে।

সমস্থানজাত (homorganic) নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি

ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	অন্তে
ঙ্ক	x	ঝঙ্কার, ওঙ্কার অহংকার	ব্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক, বাঙ্ক্ (ইং)
ঙ্খ	x	শঙ্খ, সংখ্যা	x
ঙগ	x	সঙ্গ, বঙ্গ	x
ঙ্ঘ	x	সঙ্ঘ, জঙ্ঘা	x
ঞ্চ	x	বঞ্চনা, চঞ্চু	x
ঞ্ছ	x	বাঞ্ছা, লাঞ্ছনা	x
ঞ্জ	x	মাঞ্জা, জঞ্জাল	গঞ্জ (ফা)
ঞ্ঝ	x	ঝঞ্ঝা	x
ণ্ট	x	বণ্টণ	গ্রাণ্ট্ (ইং)
ণ্ঠ	x	লণ্ঠণ	x
ণ্ড	x	গণ্ডার, আণ্ডা	গ্র্যাণ্ড্ (ইং)
ন্ত	x	সান্ত্বনা, শান্ত	x
ন্থ	x	পন্থা, গ্রন্থ	x
ন্দ	x	মন্দা, ছন্দ	x
ন্ধ	x	সন্ধ্যা, বন্ধ্যা	x
ম্প	x	ঝম্প, কম্প	পাম্প্, ল্যাম্প্ (ইং)
ম্ফ	x	গুম্ফ	x
ম্ব	x	গুম্বজ, তুম্বা	x
ম্ভ	x	গম্ভীর	x

কয়েকটি ফারসী ও ইংরেজী কৃতঋণ শব্দে ছাড়া বাংলা শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান যে সম্ভব নয় তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ওপরের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং তাদের সমস্থানজাত স্ববর্গীয় স্পৃষ্ট ধ্বনির তালিকাই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে। শব্দের মধ্যবর্তী স্ববর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনির পূর্বেকার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ শব্দশেষের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো হলন্ত বটে, কিন্তু তার তুলনায় দীর্ঘায়িত, একাত্মতা প্রাপ্ত (compact) এবং গম্ভীর ব্যঞ্জনাময়।